বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>283 >>10 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮৩ >> << ১০ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বলছে, রাশিয়া উত্তরে সামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে

লন্ডন ঃ ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রবিবার ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে দৈনিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলেছে, রাশিয়া খুব সম্ভবত ইউক্রেনের উত্তরাঞ্চলের লুগানস্ক ও খারকিভ এলাকায় সামান্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে রুশদের মিথ্যে তথ্য সার্বিক পরিস্থিতিকে ধোঁয়াশায় রেখেছে, মন্তব্য করে মন্ত্রক। যুক্তরাজ্যের মন্ত্রক আরো বলেছে, এই উদ্যোগ রাশিয়ার কাছে উত্তরের গুরুত্বকে আবার ফুটিয়ে তুলেছে। একইসঙ্গে রাশিয়া দক্ষিণের ঝাপোরিঝিয়া সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য চাপের মুখে আছে। রুশ বাহিনী খুব সম্ভবত ওসকিল নদীর দিকে ফিরে যাচ্ছে, যাতে লুগানস্কএর চারপাশে বাফার জোন তৈরি করা যায়। মন্ত্রকের মতে, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এ অঞ্চলের দখল রক্ষা করা এই যুদ্ধে রাশিয়ার মৌলিক লক্ষ্যগুলোর অন্যতম। জাতীয় নিরাপত্তা সংবাদদাতা জেফ সেলদিন, পেন্টাগন সংবাদদাতা কারলা বাব, হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা আনিতা পাওয়েল, জাতিসংঘের সংবাদদাতা মার্গারেট বশির, কিয়েভে কর্মরত ভয়েস অফ আমেরিকার প্রতিনিধি আন্না শেরনিকোভা ও মিখাইলো কোমাদোভস্কি এ প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।

বাজার দর

SENSEX : 66707.20 +351.49
NIFTY : 19778.30 +97.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.33 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.16 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছানোর পর উত্তর কোরিয়ার দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ

সিউল ঃ উত্তর কোরিয়া তাদের পূর্ব সাগরে দুটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী। দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ জানিয়েছেন, গত সপ্তাহ থেকে তৃতীয় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের ঘটনা ঘটেছে। উত্তর কোরিয়া, রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের নিকটবর্তী এলাকা থেকে মধ্যরাতের ঠিক আগে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এতে আরও বলা হয়, কোরীয় উপদ্বীপের পূর্ব উপকূলের জলসীমায় অবতরণের আগে দুটি ক্ষেপণাস্ত্রই প্রায় ৪০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। বিবৃতিতে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি স্বরূপ গুরুতর উস্কানি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেছেন, তার সরকার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের বিষয়ে উত্তর কোরিয়ার কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ও সিউলের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারের পাশাপাশি টোকিও নজরদারির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তথয অনুযায়ী ঐ ক্ষেপণাস্ত্রে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দক্ষিণ কোরিয়ার নৌবাহিনী জানিয়েছে, পারমাণবিক চালিত যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিন ইউএসএস অ্যানাপোলিস জেজু দ্বীপের একটি বন্দরে পৌঁছেছে। এটি উত্তর কোরিয়াকে ভয় দেখানোর জন্য এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত দৃশ্যমানতা বাড়ানোর জন্য মিত্রদের প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে। সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ কমান্ড জানিয়েছে, তারা উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সে দেশে ঢুকে পড়া আমেরিকান সেনার ব্যাপারে 'কথোপকথন' শুরু করেছে। ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন, উত্তর কোরিয়া গত সপ্তাহে জাতিসংঘের বার্তা পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে এবং এরপর থেকে তারা কোনো তথ্য দেয়নি বা মন্তব্য করেনি।

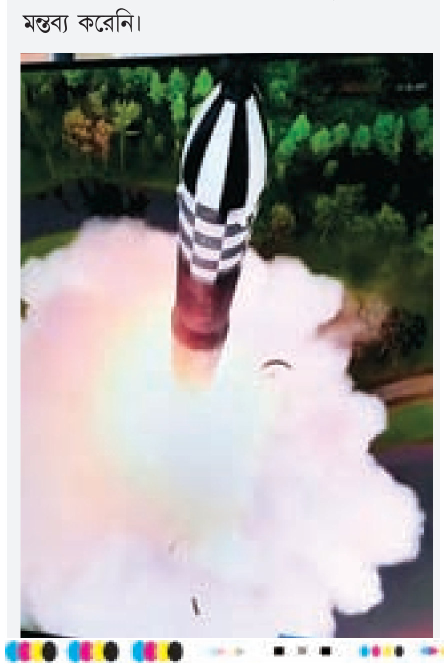

জরিপে জ্ঞানবাপি মসজিদের ক্ষতি হবে কি না, জানতে চান হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি ঃ উত্তর প্রদেশের বারানসির জ্ঞানবাপি মসজিদ জরিপের কাজ আগামীকাল বৃহস্পতিবারও স্থগিত থাকবে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রীতিনকর দিবাকর আজ বুধবার বিকেলে এ নির্দেশ দেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় এই মামলা ফের শোনা হবে। সমীক্ষা বা জরিপ চালালে মসজিদ চত্বরের কেন কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই, তা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে (এএসআই)। সে জন্য সংস্থার কোনো কর্তাকে এজলাসে হাজির করার নির্দেশ দেন তিনি।

বারানসির জেলা আদালত মসজিদ জরিপের নির্দেশ জারি করেছিলেন। এএসআইকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। গত সোমবার সকালেই এএসআই সেই কাজ শুরু করে দেয়। এর বিরুদ্ধে মসজিদ প্রশাসন 'অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ' সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সুপ্রিম কোর্ট মসজিদ জরিপের কাজ বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ জারি করে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানাতে বলেছিলেন।

সমীক্ষা বা জরিপের কাজে মসজিদের ক্ষতির আশঙ্কার কথা মঙ্গলবারের মতো আজ বুধবারও প্রধান বিচারপতির এজলাসে তোলা হয়। অঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী এস এফ এ নাকভি সেই শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, নিম্ন আদালতে আবেদনকারীরা স্বীকার করেছেন, মসজিদ চত্বরে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির উপস্থিতির কোনো প্রমাণ তাঁদের কাছে নেই। এএসআইকে সেই প্রমাণ খুঁজে দেওয়ার আরজি তাঁরা জানিয়েছেন। এটা করা যায় না। অন্য কাউকে প্রমাণ খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া যায় না। এটা বেআইনি। আইনজীবী বলেন, এএসআই তা করতে গিয়ে মসজিদ চত্বরে খোঁড়াখুঁড়ি করবে। তাতে এই পুরোনো মসজিদ ভেঙে পড়তে পারে। এই মসজিদ এক হাজার বছরের পুরোনো। আইনজীবী নাকভির এই আশঙ্কার প্রত্যুত্তরে এএসআইয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল বলেন, আপাতত তাঁরা 'গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার' (জিপিআর) পদ্ধতিতে জরিপ করবেন। পরে প্রয়োজন হলে খোঁড়াখুঁড়ি করা হতে পারে। জিপিআর পদ্ধতি অনেকটা লন বা মাঠের ঘাস ছাঁটা যন্ত্রের মতো বলে এজলাসকে জানানো হয়।

জরিপের মধ্য দিয়ে এএসআই ঠিক কী করতে চাইছে এবং তাতে মসজিদের যেকোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই, সেই বিষয়ে প্রধান বিচারপতি নিশ্চিত হতে পারেননি। বরং ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করেন। জানতে চান, তারা এমন ধরনের কাজ আগে করেছে কি না। করলে তার কোনো ছবি আছে কি না। সংশয় দূর না হওয়ায় প্রধান বিচারপতি অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে নির্দেশ দেন বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে বারানসি থেকে এএসআইয়ের কোনো কর্তাকে হাজির করাতে, যাতে তাঁর কাছে জরিপ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জি বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ গত সোমবার এই মামলার শুনানির সময় মসজিদ কর্তৃপক্ষকে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আবেদন জানাতে বলেছিলেন। সেই সঙ্গে মসজিদ জরিপের কাজ বুধবার বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত স্থগিত করে দেন। মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে আইনজীবী হুফেজা আহমেদি সুপ্রিম কোর্টকে বলেছিলেন, এএসআই সমীক্ষা করার সময় মসজিদ চত্বর খোঁড়াখুঁড়ি করবে। এক হাজার বছরের পুরোনো এই মসজিদ তাতে ভেঙে পড়তে পারে। যদিও এএসআইয়ের পক্ষে দাবি করা হয়েছিল, তারা যেভাবে সমীক্ষা করবে, তাতে মসজিদের কোনো ক্ষতি হওয়ার শঙ্কা নেই। সুপ্রিম কোর্টকে আশ্বস্ত করে সলিসিটর জেনারেল গত সোমবার জানিয়েছিলেন, একটি ইটও সরানো হয়নি। অন্তত এক সপ্তাহ কোনো খননকাজও করা হবে না। বারানসির কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের লাগোয়া জ্ঞানবাপি মসজিদ হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে গড়ে তোলা হয়েছে বলে দাবি করছে হিন্দুত্ববাদীরা। সেই দাবির সত্যতা প্রমাণে তারা উন্মুখ। মসজিদের দেয়ালে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে বলে তাঁদের দাবি। সেই বিগ্রহের নিত্য আরাধনায় দাবিতে মামলাও চলছে। মসজিদ চত্বরে 'শিবলিঙ্গ' পাওয়া গেছে বলে হিন্দুরা দাবি করেছেন। মুসলমানদের দাবি, সেটি মসজিদের ওজুখানার ফোয়ারার মুখ। ওই অঞ্চলটি আপাতত ঘিরে রাখা হয়েছে। হিন্দুরা ওই 'শিবলিঙ্গের' বয়স নির্ধারণের জন্য কার্বন ডেটিং পরীক্ষার দাবি জানিয়ে আসছেন।

ইরানে নীতি পুলিশ প্রত্যাবর্তনের সমালোচনা করলেন এক সাংসদ

তেহরান ঃ হিজাব আইন বলবৎ করতে রাস্তায় নীতি পুলিশ ফিরিয়ে আনাকে সমালোচনা করেছেন ইরানের পার্লামেন্টের এক সদস্য। তিনি একে ভুল পথে চালিত নীতি বলে অভিহিত করেছেন। রবিবার জামারান সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি কমিশনের সদস্য জলিল রহিমি জাহান আবাদি এই ক্ষতিকর, অযৌক্তিক ও অপমানকর আচরণ এড়িয়ে যেতে কর্মকর্তাদের ডাক দিয়েছেন। তার মতে, এর ফলে সরকার ও জনগণের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তিনি বলেন, নীতি পুলিশের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি নয় এবং এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই নীতি প্রকৃতিগতভাবে কতখানি ত্রুটিপূর্ণ। ইরানের পুলিশ প্রধান গত সপ্তাহে বলেন, নীতি পুলিশের ভাল অভিপ্রায় ও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য রয়েছে। এক সপ্তাহ আগে তারা রাস্তায় ফিরে এসেছে। গত বছর পুলিশি হেফাজতে ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর দেশব্যাপী সরকার বিরোধী বিক্ষোভের কারণে তাদের উপস্থিতি মূলত বন্ধ হয়ে যায়। খুব ঢিলেঢালাভাবে মাথার স্কার্ফ পরার অভিযোগে আমিনীকে নীতি পুলিশ আটক করেছিল। যদিও রাস্তার বিক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে তবে ইরানের অনেক নারী আমিনির মৃত্যুর পর থেকে প্রকাশ্যে বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরোধিতা করেছেন। আমিনীর মৃত্যুবার্ষিকী যেহেতু এগিয়ে আসছে, তাই পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তাঁর গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিওএর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাধ্যতামূলক হিজাব পুনরায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সাম্প্রতিক বিক্ষোভ থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি ইসলামি প্রজাতন্ত্র। এপ্রিলে, ইরান তার বাধ্যতামূলক হিজাব আইন কার্যকর করার জন্য একটি নতুন অভ্যন্তরীণ নজরদারি কর্মসূচি চালু করেছে।

পশ্চিম ভারতে বন্যাবিধ্বস্ত গুজরাতে রাস্তায় হাঁটছে সিংহ, লোকালয়ের জমা জলে দেখা গেছে কুমির

নয়া দিল্লি ঃ সমগ্র উত্তর ভারত প্রবল বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত। দিল্লি, হিমাচল, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম ভারতের গুজরাত। অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে সে রাজ্যে। গত কয়েকদিন ধরে রাস্তাঘাট জলমগ্ন। এর জেরে গুজরাতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শনিবার ২২ জুলাই ৮ ঘণ্টায় গুজরাতে বৃষ্টি হয়েছে ২১৯ মিলিমিটারের বেশি। হড়পা বানে ভেসে গেছে বাড়িঘর, গাড়ি। জলে ডুবে তিনজনের মৃত্যুও হয়েছে।

এদিকে তারই মাঝে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে দেখা গেছে এক সিংহকে। তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। কোনও গাড়ি তার কাছ দিয়ে গেলেই মুখ ঘুরিয়ে খুব বিরক্তির সঙ্গে দেখছে সে। বন্যা বিধ্বস্ত গুজরাতের রাস্তায় নিজের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে সিংহ। আর তা দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে গাড়ি। এই ভিডিও এই মুহূর্তে ভাইরাল। গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে গুজরাতের বেশির ভাগ জেলায় টানা ভারী বৃষ্টি হয়ে চলেছে। দক্ষিণ গুজরাত এবং সৌরাষ্ট্র এলাকায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হচ্ছে। বিপদসীমার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে একাধিক নদী। জুনাগড়ের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। হড়পা বানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি থেকে গবাদি পশু সব ভেসে যেতে দেখা গেছে। দ্বারকা, সুরাত, দেবভূমি, জুনাগড় জলে ডুবে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে সিংহ। জমা জলে রাস্তায় কুমির ভেসে বেড়াতেও দেখা গেছে। অবশ্য, গুজরাতের রাস্তায় সিংহ দেখতে পাওয়া নতুন কিছু নয়। এর আগও একবার অতি বৃষ্টিতে জুনাগড় জেলায় গির অভয়ারণ্য এলাকা ভেসে গিয়েছিল। সেই সময় গির অভয়ারণ্য থেকে সাত সিংহের একটি দলকে রাস্তায় টহল দিতে দেখা গিয়েছিল। নেট মাধ্যমে সেই ভিডিও খুব ভাইরালও হয়।

জুনাগড়ের ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্ট জানান, বৃষ্টি হোক বা না হোক মাঝে মাঝে সিংহরা জুনাগড় শহরের নানা এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে। এটাই তাদের স্বাভাবিক আচরণ। জুনাগড়ে এর আগেও একবার একটি আবাসনের মধ্যে সিংহ ঢুকে পড়তে দেখা গিয়েছিল। সেই ভিডিওও ভাইরাল হয়। দেখা যায়, একটি পূর্ণবয়স্ক সিংহ কেশর ঝাঁকিয়ে লাফ দিয়ে আবাসনের পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। পার্কিং এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে চারদিক দেখেশুনে সে আবার লাফ দিয়েই বাইরে বেরিয়ে যায়।

মন্তব্য

গোলাঘাটের ভয়ংকর ট্রিপল মার্ডার ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য, ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ হত্যাকারীকে

নাজিবুর রহমানের দার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিহত হওয়া তার বাঙালি হিন্দু স্ত্রী, শ্বশুর এবং শাশুড়ির চিতায় মুখাগ্নি, বেঁচে যাওয়া কন্যা অঙ্কিতা ঘোষের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গোলাঘাটের মারওয়ারী শ্মশানে একসাথে জ্বলে উঠলো ঘোষ পরিবারের তিনটি চিতা। বাবা সঞ্জীব ঘোষ মা জুনু ঘোষ এবং দিদি সংঘমিত্রা ঘোষ। তিন চিতায় মুখাগ্নি করলেন পরিবারের একমাত্র বেঁচে যাওয়া কন্যা অঙ্কিতা ঘোষ। ব্যাপকভাবে কান্নার রোল তুলে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া অঙ্কিতা ঘোষের কান্নায় শ্মশানে উপস্থিত প্রত্যেককে বিচলিত করে দিয়েছিল। কিন্তু থানায় বন্দি হত্যাকারী নাজিবুর রহমান বরা সম্পূর্ণভাবে অনুতপ্ত বিহীন ভাবে রয়েছে। এমনকি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সে কিছুই করেনি বলে বেপরোয়া ভাবে মন্তব্য করা পরিলক্ষিত হয়েছে।

যেকোনো ব্যক্তির মন বিচলিত করা এক হত্যাকাণ্ড। ভয়াবহ এবং শিহরণ সৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর ঘটনায় ভুক্তভোগী একই বাঙালি পরিবারের তিন সদস্য। গোলাঘাট শহরে সংগঠিত এই ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা জুড়ে সারা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। মূলত ঘোষ পরিবারের কন্যার ভিন্ন ধর্মে বিবাহের পরিনিতি হিসাবে এই ট্রিপল মার্ডার সংগঠিত করেছে গোলাঘাটের ই পঁচিশ বছরের যুবক নাজিবুর রহমান বরা। সোমবার শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হয় নিজের বাঙালি হিন্দু স্ত্রী, শ্বশুর এবং শাশুড়িকে দা দিয়ে কেটে হত্যা করে নয় মাসের পুত্র সন্তান নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করেছিল এই যুবক। হত্যাকারী নাজিবুর রহমান বরাকে মঙ্গলবার গোলাঘাটের সিজেএম আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আদালত তাকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

গোলাঘাটের বর্বর নৃশংস ট্রিপল মার্ডারের ঘটনা জুড়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠন। বিশেষ করে হিন্দু যুবতীর সঙ্গে ভিন ধর্মী যুবকের বিবাহ এবং লাভ জেহাদের অভিযোগ উত্থাপন করে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ১২ ঘন্টা গোলাঘাট জেলা বন্ধের ঘোষণা করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তবে অবশেষে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা এবং হত্যাকারী নাজিবুর রহমান বরার বিরুদ্ধে উচিত শাস্তি প্রদানের আশ্বাস প্রদানের পর এই বন্ধ কার্যসূচি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানালেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গোলাঘাট জেলা সম্পাদক অভিজিৎ বরা। তবে শুধুমাত্র বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নয় এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে এক্ষেত্রে পুলিশের উচিত তদন্ত এবং হত্যাকারী শাস্তির দাবিতে নানা দল সংগঠন এবং স্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিবাদ প্রদর্শন করেছেন।

সোমবার গোলাঘাট জেলার ভোলানাথ নগরে এই ট্রিপল মার্ডার সংগঠিত হওয়ার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই মামলাটি নিজের অধীনে নিয়ে সিআইডি ব্যাপক তদন্ত শুরু করে। গুয়াহাটি থেকে ফরেনসিক দল গোলাঘাটে গিয়ে পৌঁছানোর পাশাপাশি যোরহাট থেকে ডগ স্কোয়ার্ডের দল ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে নিজেদের তদন্ত সম্পন্ন করেছে। ডিজিপি জিপি সিংহ এই ঘটনা সংক্রান্তে বলেন ২০২০ সাল থেকেই নাজিবুর রহমান বরা এবং সংঘমিত্র ঘোষের মধ্যে সম্পর্ক ছিল। এই দুই যুবকযুবতী কলকাতায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে এই বিবাহকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ এবং সংঘাত অব্যাহত ছিল বলে জানালেন তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন দুই পরিবারের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে মোট চারটি মামলা দায়ের হয়েছে। এরমধ্যে দুটি মামলার চার্জশিট দাখিল করেছে পুলিশ। তাছাড়া দুজনেই অর্থাৎ নাজিবুর রহমান বরা এবং সংঘমিত্র ঘোষ মামলার জন্য কারাগারে দিন কাটিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ভয়াবহ এই হত্যাকাণ্ডের পর সাংঘাতিকভাবে মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে করেছেন ঘোষ পরিবারের একমাত্র জীবিত কন্যা অঙ্কিতা ঘোষ। মঙ্গলবার সম্পূর্ণ পরিবারকে মুখাগ্নি করে কান্নায় ভেঙে পড়া অঙ্কিতা ঘোষ বলেন তিনি কিভাবে বেঁচে থাকবেন, তার পরিবারের কোনো ব্যক্তি জীবিত নেই। মাবাবা দিদির চেহারাটি কোনদিন তিনি আর দেখতে পারবেন না। তিনি অন্তরে কি অনুভব করছেন সেটা কেউ অনুধাবন করতে পারবে না বলে চোখে জল নিয়ে কোনভাবে কথাগুলো বলেছেন অঙ্কিতা ঘোষ। তিনি জানান সোমবার দুপুর তিনটা ৩.৩৮ মিনিটে যখন ভিডিও কল করে করেন সেই সময় তার মা নাজিবুর রহমানকে বলছিলেন সে কেন এখানে এসেছে। এর জবাবে নাজিবুর তার মাকে বলেছিল সে এখানে এসেছে বলে তোর কি হয়েছে। এই কথাটি বলেই নাজিবুর সে ভিডিও কল টি কেটে দেয়। এরপর তিনি তার মাসির ছেলে অর্থাৎ দাদাকে ফোন করে তার বাড়িতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন অঙ্কিতা ঘোষ। তিনি বলেন এর আগেও নাজিবুর রহমান তার ভাই এবং অন্য এক পরিবারের সদস্য নিয়ে তাদের বাড়িতে এসে বহুবার হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। তার সম্পূর্ণ পরিবারকে হত্যাকারী নাজিবুর রহমানকে ফাঁসির শাস্তি দেবার দাবি জানিয়েছেন অঙ্কিতা ঘোষ।

বিডিও চোর,এরাই ভোট লুট করেছে।মালতীপুরে ব্যবহৃত ব্যালট উদ্ধারের পর ব্লক দপ্তরের আধিকারিকদের ধাওয়া করে শ্লোগান দিলেন বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা

মালদা ঃ বিডিও চোর,এরাই ভোট লুট করেছে।মালতীপুরে ব্যবহৃত ব্যালট উদ্ধারের পর ব্লক দপ্তরের আধিকারিকদের ধাওয়া করে শ্লোগান দিলেন বিরোধী দলের নেতা কর্মীরা।মালদার মালতীপুর লাইব্রেরী সংলগ্ন এলাকায় একাধিক ব্যবহৃত ব্যালট পেপার উদ্ধার হয়।খবর পেয়ে চাঁচল২ নং ব্লক দপ্তরের আধিকারিকেরা ব্যালট উদ্ধারে আসেন।পুলিশের দ্বারা ব্যালট পেপার উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় ধাওয়া করে বিরোধী দলের নেতারা।এবং আধিকারিকদের উদ্দেশ্য চোর ও অন্যান্য ভাষায় শ্লোগান ছুড়েন।ঘটনায় তেতে উঠে এলাকা।

প্রশাসনের ১৪৪ ধারা উপেক্ষাকরে মাটিগাড়াতে BDO অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে অশান্তির অভিযোগ তুলে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ির মাটিগাড়া বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক আনন্দময় বর্মন।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে অশান্তি ও হিংসার ঘটনার অভিযোগ তুলে গোটা রাজ্য জুড়ে বিজেপির তরফে বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়। সেই মতো গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে মাটিগাড়া B D O কার্যালয়ে ঘেরাও কর্মসূচি করল বিজেপি। তবে বিজেপির ঘেরাও কর্মসূচির আগে BDO কার্যালয়ের ১০০ মিটার পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। প্রশাসনের এই ১৪৪ ধারাকে উপেক্ষা করেই এদিন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা মিছিল করে বিডিও কার্যালয়ের দিকে এগোতে থাকলে ব্যারিকেট করে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এতেই পুলিশের সাথে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পরে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা পুলিশের ব্যারিকেট ভেঙে বিডিও কার্যালয়ের দিকে এগোলে বিডিও অফিসের প্রধান গেটে বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়। পরে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল তাদের দাবি দাবা সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেয় মাটিগাড়ার BDO শ্রীবাস বিশ্বাসকে।

প্রেমের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় আপমানে আত্মঘাতি কিশোরী

মালদা ঃমালদহে প্রেমিকার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার পরত্যক্ত ঘর থেকে। প্রেমের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় আপমানে আত্মঘাতি কিশোরী। পরিত্যক্ত ঘর থেকে কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার সয়।ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের চাঁচল থানার হবিনাগর এলাকায়। শুক্রবার সকালে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃত কিশোরীর নাম বিউটি খাতুন(১৭)।বাড়ি হবি নাগর এলাকায়।সে স্থানীয় স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ছিলে।প্রেমিকের নাম শেখ বিশাল।মৃতার পরিবারের অভিযোগ,বাড়ির পাশের এক প্রতিবেশী শেখ বিশালের সাথে এক বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে ওই কিশোরীর। পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে। বিষয়টি ছেলের পরিবার জানতেই শুরু হয়ে যায় বাদানুবাদ।কিন্তু তাদের ভালোবাসার সম্পর্কে কাটা হয়ে দাড়িয়েছে ছেলের পরিবার। প্রেমের সম্পর্ক কোনো ভাবে মানতে নারাজ ছেলের পরিবার।শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার ছেলের মা সুমি বিবি মেয়ের বাড়িতে এসে চড়াও হয়।কিশোরীর উপস্থিতিতে মেয়ের পরিবারকে শুরু হয় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মানসিক ভাবে নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ কিশোরীর পরিবারের। এবং অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বছর সতেরোর কিশোরি বিউটি খাতুন।শুক্রবার কাক ভরে গ্রামের পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার হয় তার গলায় ওড়না জড়ানো নিথর দেহ।

মৃতার পরিবারের আরও অভিযোগ, শেখ বিশাল আমার মেয়েকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে চলে যায়। মেয়ের সাথে ফোনে কথোপকথন হতো। তারপরেই এদিন আমার মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পাই। আমি দোষীদের শাস্তি চেয়ে চাঁচল থানায় ছেলের পরিবারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।

চাঁচল থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছ মৃতদেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে পরিবারের অভিযোগর ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শহর শিলিগুড়ি জল কষ্টে ভুগছেন, কিন্তু অভিযোগ জানাবার আধিকারিকেরা নেই,এই অভিযোগে এনে দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম ডেপুটেশনে সামিল

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহর বেশ কিছু দিন ধরে পানিও জল কষ্টে ধুকচ্ছেন।এই সমস্যা সমাধানের জন্য দার্জিলিং জেলা সিপিআইএম এর ডাকে গণ ডেপুটেশনে সামিল হন কর্মী সর্মথকেরা।এই কর্মসূচিতে হিলকার্ড রোডের অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে এক মিছিল করে পুরনিগম অভিযান করেন।সিপিআইএম এর এই কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ পুরনিগম নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়। আন্দোলনকারীরা আন্দোলন করতে এসে পুলিশের বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে যান।উত্তেজিত সিপিআইএম এর কর্মীরা পুলিশের সাথে বাক্কা লাভে জড়িয়ে পরেন।শারকলিপি দিতে এসে পুলিশের বাধা পেয়ে প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য্য রাস্তায় বসে পরেন।এক প্রশ্নের উত্তরে অশোকবাবু জানান শহরের মানুষ জল কষ্টে ভুকচ্ছেন সেই দিকে কোন নজর না দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগমের সকল কাউন্সিল সহ মেয়র পারিষদ ও মেয়র ডেপুটি মেয়র কেউ নেই অফিসে।অশোকবাবু জানান তিনি মেয়র থাকা কালিন এক দিন জল পরিসেবা ব্যহত হয়ছিল দেখে তাদের কি হেনস্থার সন্মুখীন হত হয়েছিল।

বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

কোচবিহার ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের সন্ত্রাস, লাগামহীন ছাপ্পা, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদে এবং পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আজ কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের বিডিও অফিসে বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি।কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা বিডিও অফিস ঘেরাও এবং ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়।বিডিও অফিসে যাওয়ার পথে তদের রাস্তায় বেরিকেড করে আটকে দেয় পুলিশ। বিজেপি কর্মীরা সেই ব্যারিকেড ভাঙতে গেলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। পুলিশের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়ে বিজেপি কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় বসেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি কর্মীরা। যার জেরে কোচবিহার দিনহাটা রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা

শিলিগুড়ি ঃ শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাই মমতা বংঃদাপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নাগরিকদের ভোটের সচিত্র পরিচয় পত্রের দাবিতে কলকাতার মহাকরণের সামনে শান্তিপূর্ণ অন্দোলন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তৎকালীন বাম সরকারের নির্মম অত্যাচার এবং পুলিশের গুলিতে ১৩ জন নিহত হয় সেই অন্দলনে। সেই শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রতিবছর ২১শে জুলাই সমাবেশ করা হয়। আজ সেই শহীদ স্মরণে ২১শে জুলাই কলকাতা ধর্মতলাতে বিশাল সমাবেশ। সেই সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মা মাটি মানুষের সরকারের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অংশ গ্রহন করেছে।আজকে এই সমাবেশে যে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা অংশগ্রহন করতে পারেনি। তারা নিজ নিজ দলীয় কার্যালয়ে এই স্মরণ সভার আয়োজেন করেছে।সেই মতো শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা ৪ নম্বর বোরো কমিটির চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা ও ওয়ার্ডের কর্মীদের নিয়ে মিলন পল্লী সুকান্ত শিশু উদ্যানের সামনে এই স্মরণ সভার আয়োজেন করা হয়। প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়ন্ত সাহা, এরপর ১৩জন শহীদদের আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়াও শহীদ বেদীতে ফুলের মালা ও পুস্প দেওয়া হয়।২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জয়ন্ত সাহা বলেন ১৯৯৩ সালে ২১শে জুলাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নাগরিকদের ভোটের সচিত্র পরিচয় পত্রের দাবিতে কলকাতার মহাকরণের সামনে শান্তিপূর্ণ অন্দলন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।তৎকালীন বাম সরকারের নির্মম অত্যাচার এবং পুলিশের গুলিতে ১৩জন নিহত হয় সেই অন্দলনে। সেই দিন থেকে ২১শে জুলাই শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহীদ দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ একুশে জুলাই উপলক্ষে শুক্রবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শহীদ দিবস পালিত হলো জলপাইগুড়িতে। এদিন সকালে জলপাইগুড়ি শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের মাসকালাইবাড়িতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা।শুক্রবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শহীদ দিবস অনুষ্ঠান পালন করছে তৃণমূল। দলের বিভিন্ন কমিটির পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। শহীদদের স্মরণ করে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বুথে পালিত হয় এই দিনটি। শহীদ দিবস পালন করা হয় তৃণমূলের জেলা কার্যালয়েও।মাসকালাইবাড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা কমিটির সদস্য মিঠু মহন্ত সহ বিভিন্ন নেতারা। মিঠু মহন্ত বলেন, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য ১৯৯৩ সালে কলকাতার বুকে কঠোর আংঃদোলন সংগঠিত করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সেই আংঃদোলনকে রুখতে গুলি চালায় পুলিশ।ঘটনায় মৃত্যু হয় ১৩ জন আন্দোলনকারীর। ওই শহীদদের স্মরণে ২১ জুলাই দিনটিতে প্রতি বছর শহীদ দিবস পালন করা হয়।

গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা মেডিকেল কলেজের ফার্মাসিট

শিলিগুড়ি ঃ গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা মেডিকেল কলেজের ফার্মাসি ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত মাটিগাড়া ব্লকের এক নং অঞ্চলের ঠিকনিকাটা কলোমজোত এলাকায়, মৃত নাম সুবোধ মল্লিক(৫২) তিনি একজন উওরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফার্মাসি বিভাগে চাকরি করতেন।তবে এই ঘটনাটি ঘটার পর সুবোধ বাবুর পরিবারের লোকেদের প্রশ্ন করা হলে জানা যায়। যে সুবোধ বাবুর পরিবারে বেশকিছু দিন ধরে পারিবারিক অশান্তি চলছিল তার ছেলেকে নিয়ে,।এমনকি পরিবারের সদস্যরা এটাও জানান। ছেলের ও বৌমার আদালতে মামলা চলছিল বহুদিন ধরে পারিবারিক অশান্তি হচ্ছিল তাদের মধ্যে।, সেই সমস্যার জন্যই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বলে আশঙ্কা করছেন পরিবারের সদস্যরা বলে জানা যায়। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ফাঁড়ির নিয়ে আসা হয়। আজ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেডিকেল পুলিশ।

বিদ্যুৎ বিভ্রান্তের সমস্যায় মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ হবিবপুরে কেন্দপুকুর এলাকায়

মালদা ঃ সাত সকালে বিদ্যুৎ এর দাবিতে পথ অবরোধ হবিবপুরের কেন্দপুকুর এলাকায়। এদিন মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ককে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়মিত বিদ্যুৎ না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হযছে ।এর ফলে বিভিন্ন কাজে সমস্যা হয় তাদের। তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্টেশন ম্যানেজার কে ফোন করলে ফোন তুলে না বলে অভিযোগ।প্রায় তিন থেকে চার দিন ধরে সন্ধ্যায় পর বিদ্যুৎ চলে গেলে আসেনা বলে অভিযোগ। কেন্দপুকুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান আমরা আজ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের কেন্দপুকুর এলাকায় পথ অবোধ করে বিক্ষোভ দেখায় কারণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়মিত ঘটে। রাত্রি হলেই বিদ্যুৎ চলে গেলে দেখা মিলেনা বিদ্যুতের এর ফলে আমাদের পরিবারের ছোট ছোট বাচ্চা ঘুমোতে সমস্যা হচ্ছে এছাড়াও জলের সমস্যা সহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যা হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। সমস্যার সমাধান না হলে কেন্দপুকুর এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।প্রশাসনের আশ্বাসে অবশেষে পথ অবরোধ প্রায় তিন ঘঃটা পরে উঠে যায়।

বিদ্যুৎ এর দাবিতে পথ অবরোধ হবিবপুরের কেন্দপুকুরে অবোরধ শেষ হতেনা হতেই বুলবুলচন্ডী শান্তি নগর, কেন্দুয়া সহ আইহো এলাকায়

মালদা ঃ বিদ্যুৎ এর দাবিতে পথ অবরোধ হবিবপুরের কেন্দপুকুরে অবোরধ শেষ হতেনা হতেই বুলবুলচন্ডী শান্তি নগর, কেন্দুয়া সহ আইহো এলাকায়। এদিন মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ককে বিভিন্ন জায়গায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে হবিবপুর থানার বিভিন্ন এলাকাবাসীরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ নিয়মিত বিদ্যুৎ না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হছে ।এর ফলে রাতে ছোট ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্কদের রাত ভোর গরমে জেগে কাটাতে হছে এছাড়াও বিভিন্ন কাজে সমস্যা হয় তাদের। তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে স্টেশন ম্যানেজার কে ফোন করলে ফোন তুলে না বলে অভিযোগ।প্রায় তিন থেকে চার দিন ধরে সন্ধ্যায় পর বিদ্যুৎ চলে গেলে আসেনা বলে অভিযোগ। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান আমরা আজ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের করেছি সমাধান না হলে আবারো পথ অবোধ করে বিক্ষোভ দেখাবে বলে জানাগিয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়মিত ঘটে। রাত্রি হলেই বিদ্যুৎ চলে গেলে দেখা মিলেনা বিদ্যুতের এর ফলে আমাদের পরিবারের ছোট ছোট বাচ্চা ঘুমোতে সমস্যা হচ্ছে এছাড়াও জলের সমস্যা সহ আমাদের বিভিন্ন সমস্যা হছে।আইহো ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টেশন ম্যানেজার গণেশ চৌধুরী বলেন সমস্যা হয়েছে আমি বিষয়টি উচ্চ পদের আধিকারিকদের জানাবো শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরে এই আশ্বাস দেওয়া হলে পথ অবোধ তুলেনেওয়া হয়।। এলাকবাসী বলেন সমস্যার সমাধান না হলে এলাকার বাসিন্দারা আবারো পথ অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল বিজেপি নেতৃত্বরা

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন বিডিও অফিস গুলিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যপক সন্ত্রাস ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস গুলিতে প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়ার কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার ওই রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বীরপাড়া বিডিও অফিসে প্রতিবাদপত্র জমা দিতে যান বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক ও স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা। তাঁর অভিযোগ ঘোষিত কর্মসূচি হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রতিবাদপত্র জমা নেওয়ার জন্য বিডিও অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন ব্লক আধিকারিকরা।

চাঁচল ২ নং ব্লকে বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি ছিল বিজেপির

মালদা ঃ চাঁচল ২ নং ব্লকে বিডিও অফিস ঘেরাও অভিযান কর্মসূচি ছিল বিজেপির। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী বিজেপি কর্মীরা মালতীপুরে গ্রন্থাগারের মাঠে জমায়েত করে।সেই সময় তাদের নজরে পড়ে পার্শ্ববর্তী বাঁশ ঝাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ব্যালট পেপার।যে ব্যালট পেপাগুলির পেছনে স্বাক্ষর রয়েছে প্রিজাইডিং অফিসারের। আর সেই ব্যালটগুলি নজরে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। বিজেপির দাবি ওখানে পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন বুথের ব্যালট পেপার পড়ে রয়েছে। বেশিরভাগ ব্যালোটেই দেখা যাচ্ছে বিজেপির প্রার্থীর পক্ষে ভোট রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট রয়েছে।পড়ে থাকা ব্যালট পেপার দেখতে ভিড় জমান স্থানীয়রাও।খোঁজ দেওয়া হয় পুলিশকে।চাঁচল থানার পুলিশ এবং চাঁচল ২ নং ব্লকের বিডিওর প্রতিনিধিরা গিয়ে সেই ব্যালট পেপার গুলো সংগ্রহ করে বিডিও অফিসে নিয়ে আসে। বিজেপির অভিযোগ ভোটে যে কারচুপি হয়েছে তা এই পড়ে থাকা ব্যালট পেপার গুলোই প্রমাণ দিচ্ছে। বিরোধীদের ভোট পাওয়া ব্যালট পেপার গুলো ব্যালট বাক্স থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।সেখানে প্রশাসনের মদতে তৃণমূল ছাপ্পা দিয়ে নিজেদের ব্যালট পেপার ঢুকিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির ৪,৫ এবং ৬,৮ নং আসনের মালতিপুর এবং গৌড়হন্ড অঞ্চলের ব্যালট পেপার পড়েছিল সেখানে।পঞ্চায়েত সমিতির সেই সবকটি আসনে জিতেছে তৃণমূল। স্বল্প ব্যবধানে হেরেছে বিজেপি।

বিজেপির দাবি এই ভাবেই চক্রান্ত করে তাদের হারানো হয়েছে। বিজেপির প্রতিনিধি দল বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরবর্তীতে বিজেপির সাতজনের প্রতিনিধি দল বিডিও অফিসে প্রবেশ করে।কিন্তু বিডিও উপস্থিত না থাকায় ডেপুটেশন দেয়নি বিজেপি।বিজেপির দাবি যে সব বুথের ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে সেইসব বুথে পুনরায় নির্বাচন করতে হবে। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

তিন ড্রাম বোমা উদ্ধার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে ধললা গ্রাম থেকে তিন ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করলে সিউড়ি থানার পুলিশ । গ্রামবাসী শেখ মিলন বলেন, রাস্তার পাশে সাইয়ের ধার থেকে খেলার মাঠের কাছে বোমা উদ্ধার হয়েছে । প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে । যেকোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারতো । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

তৃনমূল নেতার নির্মীয়মান বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ লোকপুর থানার ডেমুরটিটা গ্রামে বিকট বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজে গ্রামবাসী হতচকিত হয়ে ওঠে । স্থানীয় বাসিন্দা সেখ জামালের ছেলে সেখ সেরাফতের একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয় । সেরাফত তৃণমূল নেতা । বালির নীচে আনুমানিক সত্তরটি বোমা মজুত ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে । এন্টি সাপোটেজ টিম এসে বোমা বিস্ফোরণের জায়গা মেটাল ডিটেকটর দিয়ে চেক করে পাশাপাশি এলাকার নব নির্মিত বেশ কয়েকটি বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয় । বিস্ফোরণের খবর পেয়ে লোকপুর থানার পুলিশ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে এবং জায়গাটি ঘিরে রাখে । এখানে তৃনমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে তৃনমূলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নির্দল প্রার্থী হিসেবে খাড়া করে । পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভও নির্দল প্রার্থী ।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গ্রেপ্তার দুই

অভীক মিত্র – গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বীরচন্দ্রপুর থেকে তারাপীঠ যাওয়ার রাস্তায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুই দুস্কৃতীকে তেইশে জুলাই গভীররাতে গ্রেপ্তার করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ । ধৃতরা হলো – সুরজ শেখ এবং ভিক্টর শেখ । তাঁদের বাড়ি তারাপীঠ থানার সন্ধ্যাজোল গ্রামে । ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশী পাইপগান,এক রাউন্ড কার্তুজ একটি ভোজালি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ।

বোমা বাঁধতে গিয়ে জখম

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মঙ্গলবার সকালে খয়রাশোল ব্লকের ডেমুরটিটা গ্রামে তৃনমূল নেতার নির্মীয়মান বাড়ীতে বিস্ফোরণের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের বোমা বিস্ফোরণ বীরভূম জেলায় । দুবরাজপুর ব্লকের পারুলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের হাজরাপুর গ্রামে মঙ্গলবার রাতে বোমা বাঁধতে গিয়ে জখম হয় গোলাম রসুল (৩৫) । গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । পরিবারের দাবি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই ঘটনা । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । ঘটনাস্থলে যায় সদাইপুর থানার পুলিশ ।

উদ্ধার বোমা নিষ্ক্রিয় করলো বোম্ব স্কোয়াড

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বুধবার সকালে ধললা গ্রাম থেকে তিন ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ । গ্রামবাসী শেখ মিলন বলেন, রাস্তার পাশে সাইয়ের ধার থেকে খেলার মাঠের কাছে বোমা উদ্ধার হয়েছে । প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি ছোট ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে । যেকোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারতো । দুপুরে সিআইডি বোম্ব স্কোয়াড এসে উদ্ধার হওয়া বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সিউড়ি থানার পুলিশ ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ডিএভি পাবলিক স্কুলে কার্গিল বিজয় দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। বুধবার কোডারমার ডিএভি পাবলিক স্কুল ঝুমরিতিলাইয়ায় বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে, স্কুলের অধ্যক্ষ কৃষ্ণ কুমার সিং এবং সমস্ত শিক্ষকরা কার্গিলে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিশুদের উদ্দেশে অধ্যক্ষ বলেন, এই দিনটি সেই বীর শহীদদের স্মরণে পালিত হয় যারা নিজেদের জীবনের পরোয়া না করে পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখতে গিয়ে বীরগতি অর্জন করেছিলেন। এই দিনটি ভারতীয় ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গর্বের দিন। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলরাম মিশ্র, দীনেশ কুমার দুবে, অনিল কুমার এবং খুশবু কুমারীর পরিচালনায় শিশুরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন।মঞ্চের কাজ পরিচালনা করেন রাগিনী ভার্গভে, কার্গিলে ইংরেজিতে রাজবীর সিং এবং কুমারী কল্পনা হিন্দিতে একটি বিবৃতি উপস্থাপন করেন। স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষক অলোক চক্রবর্তী এবং তার দল কার্গিল দিবসে বীর শহীদদের স্মরণে গান পরিবেশন করেন। শহীদদের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জিষ্ণু সিং, আশিস বেদ, অংশরাজ, আয়ুষ কুমার, সুমিত কুমার, তেজ প্রতাপ ,সুমন কুমার , উমা ঈশান, শ্রেয়াংশ এবং অঙ্কুর জাতীয় চেতনায় পূর্ণ একটি নাটক উপস্থাপন করেন।

এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর রেল লাইনের ধারের পরিত্যক্ত ঝোপ থেকে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ

মালদা ঃ এক সপ্তাহ নিখোঁজ থাকার পর রেল লাইনের ধারের পরিত্যক্ত ঝোপ থেকে এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে কালিয়াচক থানার ডাঙ্গা ছাতারগাছি এলাকার রেল লাইনের ধার থেকেই ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যাকে ঘিরে গোটা এলাকায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এক মহিলা সহ পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের পকেট থেকে আধার কার্ড উদ্ধার হয়। মৃত যুবকের বাড়ি মোথাবাড়ি থানার শ্রীপুর খানপাড়া এলাকায়। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, নির্বাচনের ফলাফলের পরের থেকেই তাদের বাড়ি ছেলেকে দুষ্কৃতীরা অপহরণ করে। মোবাইলে ফোন করে ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণের দাবিও করা হয়। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মুক্তিপণ না দিতে পারায় দুষ্কৃতীরা তাকে খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পাশাপাশি অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম এস.কে. হাবিব খান (২৩)। তার বাড়ি মোথাবাড়ি থানার শ্রীপুর খানপাড়া এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, গত ১৩ জুলাই ওই যুবক বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়েছিল। তারপর থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। গত ১৫ জুলাই ওই যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে মোথাবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু সেই অভিযোগে অপহরণের কথা উল্লেখ করে নি পরিবারের লোকেরা। আর এই ঘটনার পরেই শুক্রবার সকালে কালিয়াচক থানার ছাতারগাছি এলাকার কিছু মানুষ রেললাইনে ধার দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধ পাই। এরপরই সন্দেহ হতেই সংশ্লিষ্ট এলাকার ঝোপের আরালে উঁকিঝুঁকি মারতেই ওই মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

মৃতের এক কাকা দিলদার হোসেন জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই আমার ভাইপোকে অপহরণ করা হয়। ও খুব সহজ সরল ছেলে ছিল । কারো সাথে কোনরকম গন্ডগোল কোনদিন করে নি । ১৫ তারিখ আমরা মোথাবাড়ি থানায় একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করি । এরপর ১৭ জুলাই আমাদের বাড়ির ফোনে অপহরণকারীরা ফোন করে বলে ভাইপোকে ধুলিয়ানের একটি জায়গায় আটকে রাখা আছে। তার মুক্তিপণ বাবদ ৩০,০০০ টাকা লাগবে । সেই সময় আমরা ভাইপোর সাথে কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অপহরণকারীরা কোনরকম কথা বলার ব্যবস্থা করে দেয় নি । তাতে আমাদের আরো সন্দেহ বেড়ে যায়। নিজেদের থেকে অনেক খোঁজাখুঁজি শুরু করি। এরপরই এদিন সকালে লোক মারফত জানতে পারি কালিয়াচকের ডাঙ্গার ছাতারগাছি এলাকার রেললাইনের ধারে একটি দেহ পড়ে আছে। পরে গিয়ে দেহটি শনাক্ত করি। এই ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক না কেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃত যুবকের পরিবার । পাশাপাশি এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক এবং পুরনো শত্রুতা জড়িত রয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক খুনের ঘটনায় এক মহিলা সহ পাঁচজনকে কালিয়াচক এবং মোথাবাড়ির দুটি এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। কি কারনে এই খুনের ঘটনাটি ঘটলো সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তে রিপোর্টের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলা যাবে। তবে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

কালিয়াচকের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রার্থী একুশে জুলাইএর প্রাক্কালে যোগ দিলেন তৃণমূলে

মালদা ঃ কালিয়াচকের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী বিজেপির প্রার্থী একুশে জুলাইএর প্রাক্কালে যোগ দিলেন তৃণমূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর একের পর এক বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ঘটনায় চরম অসস্তিতে পড়েছে বিরোধী দলের জেলা নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার কালিয়াচক ১ ব্লকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী বিজেপি প্রার্থী শিল্পী মন্ডল সদলবলে তৃণমূলে যোগদান করেন। এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাহুল বিশ্বাস, সদ্য নির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুর রহমান সহ দলের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে জালুয়াবাধালের এই মল্লিক পাড়া বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ১,০৫৭, তার মধ্যে বিজেপির প্রার্থী পাই ৪২৬ টি ভোট, তৃণমূল পাই ৩০৮ টি ভোট, কংগ্রেস পায় ২৬৮ টি ভোট ও সিপিএম পাই ৫ টি ভোট। ভোট গণনার শেষে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে ১১৮ ভোটে জয়ী হয় বিজেপির শিল্পী মন্ডল।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের প্রতি সারা দিয়েই এদিন জয়ী বিজেপি প্রার্থী শিল্পী মন্ডল তার নিকট কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত হয় কালিয়াচক ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে। সেখানে বিজেপি দল ত্যাগ করে সে যোগদান করে তৃণমূলে। তৃণমূলে যোগদানকারী জয়ী পঞ্চায়েত প্রার্থী শিল্পী মন্ডল বলেন, মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে তৃণমূলের প্রযোজন রয়েছে । বিজেপিতে থেকে কোনরকম সহযোগিতা মানুষকে করা যাবে না। যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদের স্বার্থের কথা ভেবে উন্নয়ন করার লক্ষ্যেই আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।

এদিকে বিজেপির জেলার সহসভাপতি তাপস গুপ্ত জানিয়েছেন, ভয়ভীতি সন্ত্রাস করে আমাদের দলের কয়েকটি এলাকার জয়ী প্রার্থীদের তৃণমূল নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করছে। এভাবে মানুষের মন পাওয়া যাবে না। তৃণমূলের হুমকির ভয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । আমরা এবিষয়ে পুলিশকে প্রযোজেনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।

তৃণমূলের জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, বিজেপির অভিযোগ ভিত্তিহীন । আসলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন, তা দেখে এখন বিরোধীদলের জয়ী প্রার্থীরাই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন।

শহীদ দিবসে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন অনিত থাপা

শিলিগুড়ি ঃ শহীদ দিবসে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন জিটিএ চিফ এক্সিকিউটিভ অনিত থাপা।বৃহস্পতিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ পেয়ে শহীদ দিবসে যোগ দিতে যাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী চেয়েছিলেন পাহাড়ে শান্তি ফিরুক, সেটাই হয়েছে। দীঘদিন ধরে পাহাড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি।ক্সঙ্খক নির্বাচনে জয়ের পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।সেইমতো শান্তিপূর্নভাবে পাহাড়ে ভোট হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল কোড বিলের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি পাঠাল আদিবাসী সংগঠন পদ পাড়া

আলিপুরদুয়ার ঃ সিভিল কোড বিল পাশ করান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে।এই কোডের বিরোধীতা করছে আদিবাসী সমাজ।বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সকন্যায় স্মারকলিপি দিয়েছে পদ পরহা নামের একটি সংস্থা।তারা জেলাশাসকের মাধ্যমে একটি লিপি পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে।সংগঠনের তরফে জানান হয়েছে এটি একটি কালো আইন।আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে হনন করার কৌশল।যা মেনে নিতে পারছেন না তারা।

জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ভর্তি থাকা মুমুর্ষ এক রোগীকে রক্ত দিতে প্রায় একশো কিলোমিটারেরও বেশি পথ পেরিয়ে এলেন কোচবিহারের এক যুবক

জলপাইগুড়ি ঃ রোগীর জন্য বিরল ক নেগেটিভ রক্ত মিলছিল না। সামাজিক মাধ্যমে এমন পোস্ট দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি কোচবিহার জেলার বানেশ্বর এলাকার বাসিন্দা চন্দন মোদক। মুমুর্ষ ওই রোগীর জন্য এ নেগেটিভ রক্তের খুব প্রযোজন। এমন পোস্ট দেখে শত কিলোমিটার পেরিয়ে জলপাইগুড়িতে ছুটে আসেন তিনি। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে এসে রোগীর জন্য রক্ত দেন তিনি। চন্দন বলেন, এ নেগেটিভ রক্ত খুব কম পাওয়া যায়। তাই একজন মুমুর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে এই রক্তের খোঁজ চলছিল জানতে পেরে নিজেই রক্ত দিতে ছুটে আসি জলপাইগুড়িতে। মুমুর্ষ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এই কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন জলপাইগুড়ির গ্রিন ভ্যালি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহ সভাপতি পম্পা সূত্রধর। চন্দনের সাথে যোগাযোগ করে মূলত তিনিই মুমুর্ষ রোগীকে রক্ত দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। এধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ফাইট ব্যাক কোভিড গ্রুপ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ গৃহবধূ

জলপাইগুড়ি ঃ চার বছরের শিশু সন্তানকে বাড়িতে রেখে ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে নিখোঁজ গৃহবধূ। থানায় দারস্থ স্বামী। জানা গেছে, ধূপগুড়ির ঝাড় মাগুরমারী এলাকার বাসিন্দা হরিকিশোর রায়ের স্ত্রী সরস্বতী রায় গত ১৪ ই জুলাই ধূপগুড়িতে ব্যাঙ্কে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরে না। এর পর পরিবারের সদস্যরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর খুঁজে না পেয়ে অবশেষে পুলিশ দারস্থ হয়েছেন। এরপর ১৫ ই জুলাই নিখোঁজ গৃহবধূ তার স্বামীকে ফোন করে বাড়ি ফেরার কথা বলেন। কিন্তু, এরপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বলে পরিবারের দাবি। নিখোঁজ গৃহবধূর স্বামী হরিকিশোর রায় বলেন, আমার স্ত্রী ফোন করে সেটি বাইরের রাজ্যর নাম্বার। নিশ্চয় আমার স্ত্রী কোনো পাচারের খপরে পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ।

এক দুটো নয়, একসাথে ১৯ টি সাপ ঘরের ভেতরেটের পেতেই আতংকে উঠলেন রায় পরিবার। ঘটনায় হুলুস্থুলুস কান্ড ধূপগুড়িতে

জলপাইগুড়ি ঃ সাপের সঙ্গে রাতের ঘুম।জানতেই ঘুম উড়ল পরিবারের।ঘরের ভেতরে বিষধর সাপ সহ ১৯ টি সাপের বাচ্চা আস্তানা করেছিল।ঘরের ভেতর গর্ত বেশ কিছুদিন থেকেই ছিল।হঠাৎ সেই গর্তে সাপের আনাগোনা দেখতেই চক্ষু চড়ক। শোয়ার ঘর থেকে উদ্ধার গোখরো সাপ সহ ১৯টি সাপের বাচ্চা ঘটনাটি ধূপগুড়ি ব্লকের আলতা গ্রাম রেল স্টেশনের পাশে বিজেন্দ্র নাথ রায়ের বাড়িতে। বুধবার সকালে গোখরা সাপগুলিকে ঘরের মধ্যে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে পরে পরিবারের সদস্যরা।

বনদপ্তরকে বিষয়টি ফোন করে জানানো হয়। ফোন পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌছায়।বুধবার বিকালে সাপ সহ সাপের বাচ্চাগুলিকে উদ্ধারে বেগ পেতে হয় বনকর্মীদের। ঘরের মাটির ভিত কেটে সাপ সহ সাপের বাচ্চাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। জানা যায় গ্রামের বেশ কিছু মানুষের সহযোগিতায় ওই গ্রামের গৃহস্থের ঘরের ভেতরে বাইরে মাটি খুঁড়ে ফেলা হয়। এরপর এক এক করে বেরোতে থাকে একটি বড়ো সাপ সহ প্রায় ১৯টি গোখরো সাপের বাচ্চা!স্বাভাবিকভাবে এতগুলো গোখরা সাপ বাচ্চাকে দেখে গোটা ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কে এলাকাবাসী।

জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডে সাফাই কর্ম বন্দ করে দেওয়ার হুমকি

জলপাইগুড়ি ঃ আত্মহত্যায় অভিযুক্ত প্রেমিকাকে গ্রেফতারের দাবীতে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাই কর্মীরা। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হলে জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় সাফাইয়ের কাজ বন্দের হুমকি। সম্পর্কে টানা পোড়েনের জেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল জলপাইগুড়ি হরিজন বস্তী এলাকার সিদ্ধার্থ হেলা নামে বছর ২০ এর এক যুবক।এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিকা ও তার পরিবারের লোকেদের গ্রেফতারের দাবীতে গত রবিবার প্রায় ঘন্টা দুয়েক কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার ও হরিজন বস্তীর বাসিন্দারা। এরপর অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে সেদিনের মতো থানা ঘেরাও উঠে যায়। এরপর ৪৮ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করায় বুধবার রাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা ফের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতের পরিবার ও হরিজন বস্তীর বাসিন্দারা। বিক্ষোভকারী দের পক্ষ থেকে আজ ফের ৪৮ ঘঃটা চূড়ান্ত সময় দেওয়া হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করা হয় তবে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ডে সাফাই কর্ম বন্দ করে দেওয়ার হুমকি দেন বিক্ষোভকারীরা।

শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে পুরনিগমের কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদান

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার শহরে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়াকে স্মারকলিপি প্রদান করে CPI(M) কাউন্সিলররা। কাউন্সিলর তথা পুরনিগমের পরিষদীয় দলনেতা নুরুল ইসলাম বলেন, গত ১৫ দিন ধরে গোটা শহর তীব্র জলের কষ্টে ভুগছে। কিন্তু পুরনিগমের কোন হেলদোল নেই। মেয়র থেকে শুরু করে সমস্ত কাউন্সিলাররা কলকাতায় গিয়ে বসে রয়েছে। দ্রুত গোটা শহরে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করতে হবে।

মণিপুরে ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনায় বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন মোহাম্মদ সেলিম

কোচবিহার ঃসিপিআইএম এর জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সিপিআইএম নেতা মোঃ সেলিম। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মণিপুরে ঘটে যাওয়া হিংসার ঘটনা এবং এক মহিলাকে নগ্ন করে ঘোরানোর বিষয়ে বিজেপি বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মোহাম্মদ সেলিম।বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন অর্থাৎ মণিপুরে বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রে বিজেপির সরকার সেই জায়গায় মণিপুরে হিংসার ঘটনায় মনিপুর জ্বলছে।আড়াই মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা আজ ভাইরাল হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ভাইরাল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে কিন্তু যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কোন শাস্তি নেই।আড়াই মাস ধরে বিষয়টিকে চাপিয়ে রাখা হয়েছে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে চাঁচল থানার মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধঞ্জনা গ্রামে ১২ টি ঘর রীতিমত আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল

মালদা ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে চাঁচল থানার মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধঞ্জনা গ্রামে ১২ টি ঘর রীতিমত আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল। শুক্রবার দুপুরে এই ঘটনায় তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ধঞ্জনা গ্রামে । প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির দাবি। ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর ওই গ্রামে পৌঁছায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সংশ্লিষ্ট এলাকা গ্রামবাসীদের বক্তব্য, দমকল কেন্দ্রে একাধিক বার ফোন করা হয়েছে।সময়ের মধ্যে দমকল পৌছালে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কম হত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে , এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ নজরুল আলীর বাড়িতে রান্না চলাকালীন উনুন থেকে আগুন লেগে যায়। দ্রুত সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি বাড়িতে।প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে বাড়ির লোকেরা।কিন্তু বাড়ির মধ্যে থাকা আসবাবপত্র, বিছানা, সোনার গয়না, টাকাপয়সা সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। দুপুরে দমকল কেন্দ্রে বারবার ফোন করেন স্থানীয়রা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দমকল এসে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ। আগুন নেভাতে এলাকাবাসী স্থানীয় একটি পুকুর থেকে স্যালো মেশিনের মাধ্যমে জল দেওয়া শুরু করে।স্থানীয়দের প্রচেষ্টাই প্রায় তিন ঘন্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। যদিও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে , নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই দমকল পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। রাস্তা খারাপের জন্য কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, অগ্নিকাণ্ডের পর থেকেই বারবার দমকলকে ফোন করা হয়েছে।কিন্তু দমকল দেড়িতে এসে পৌঁছায়।আমরা আগুন নিভিয়েছি।দমকল সঠিক সময়ে আসলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কম হতো। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত এক মহিলা সারবানু বিবির অভিযোগ, আগুনে আমাদের সবকিছু পুড়ে গিয়েছে। আমরা এখন আকাশের তলায় আশ্রয় নিয়েছি।দমকল সঠিক সময়ে এলে বড় দূর্ঘটনা ঘটতো না। প্রশাসন যাতে ক্ষতিপূরণ দেয় সেই দাবিও জানানো হয়েছে। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রাথমিক ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হবে। এছাড়াও নিয়ম অনুযায়ী তারা ক্ষতিপূরণ পাবে।

পুলিশের গুলিতে মৃত্যুঞ্জয় বর্মণের মৃত্যুর অভিযোগ

কালিয়াগঞ্জ ঃ পুলিশের গুলিতে মৃত্যুঞ্জয় বর্মণের মৃত্যুর অভিযোগ ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তে কালিয়াগঞ্জের চাঁদগাঁও গ্রামে এলেন রায়গঞ্জ মহকুমাশাসক কিংশুক মাইতি। রাধিকাপুর পঞ্চায়েতের চাঁদগাঁও গ্রামে পৌঁছে মহকুমাশাসক মূলত নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মণ এবং তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বাড়িঘরের ভৌগোলিক অবস্থান খতিয়ে দেখেন। তদন্তের প্রয়োজন অনুসারে গ্রামের রাস্তা থেকে বিভিন্ন বাড়ির দুরত্ব মাপজোখ করে তথ্য নথিবদ্ধ করেন। এদিন তদন্তে মহকুমাশাসকের সঙ্গেও ছিলেন কালিয়াগঞ্জের যুগ্ম বিডিও সন্দীপন দে।

স্কুটারে করে মাদক বিক্রিরত দুই যুবককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয়রা

শিলিগুড়ি ঃ স্কুটিতে করে দীর্ঘদিন ধরে নেশার সামগ্রী বিক্রির কারবার চালাচ্ছিল দুই যুবক। আজ তাদের হাতেনাতে ধরে ফেললো এলাকাবাসীর। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন কৃষ্ণনগরে মাছের ব্যাবসা আরালে স্কুটি নিয়ে নেশার সামগ্রী বিক্রি করতে হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকাবাসিরা। তারপর খবর দেওয়া হয় আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে দুজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ধৃতদের নাম উৎপল সরকার, জলডুমুর এলাকার বাসিন্দা ও দীপ দাস, বাড়ি ঠাকুর নগর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে একটি স্কুটি ও দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দার্জিলিংয়ে বাতিল করা হল ৪টি টয়ট্রেনের জয় রাইড পরিসেবা

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে ৩১আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দার্জিলিং থেকে ঘুমগামী টয় ট্রেনের জয় রাইড পরিসেবা। প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানাগেছে। পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির কারণে মাঝেমধ্যেই টয় ট্রেন লাইনে ধসের কারনে বন্ধ থাকে টয়ট্রেন পরিষেবা ।তবে এবার আগেভাগেই সতর্ক হল স্তুঙ কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিং থেকে ঘুমের মধ্যে টয় ট্রেনের জয় রাইট পরিসেবা বন্ধ করলো রেল । উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে বলেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে যায়। ফলে বেশ ঝুঁকি নিয়েই ট্রেন চালাতে হয়। আবার এই সময় পর্যটক কম থাকায় চাহিদাও অনেকটাই কমে যায়। তাই আপাতত এই চারটি জয়রাইড বাতিল করা হলো। পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

গ্রাহকের অজান্তেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৭ হাজার ৮০০ টাকা উধাও, অভিযোগ দায়ের

উত্তর দিনাজপুর ঃ গ্রাহক ছাড়ায় ব্যাঙ্ক থেকে ৭ হাজার ৮০০ টাকা উধাও। ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট করাতে এসে ঘটনাটি চোখে পরতে চক্ষু চড়কগাছ এক মহিলার। ঘটনাটি উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া এলাকায় SBI এর একটি ব্যাঙ্কের ঘটনা। জানা গিয়েছে সাবেরা খাতুন নামে এক মহিলার ব্যাঙ্কে kcc লোন রয়েছে। সেই লোনের রেনুওয়াল করানোর জন্য প্রায় একমাস আগে ওই মহিলার বাড়িতে গিয়েছিল দুই ব্যক্তি। এবং লোন রেনুওয়াল করানোর জন্য ওই মহিলার কাছে ২ হাজার টাকা চেয়ে ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু ওই মহিলা তাদের টাকা দেয়নি। প্রায় ১ মাস পড়ে ব্যাঙ্কের পাসবুক আপডেট করাতে এসে তিনি জানতে পারেন ঠঝঝ লোন রেনুওয়াল ও হয়ে গিয়েছে। এবং তার একাউন্ট থেকে ৭ হাজার ৮০০ টাকা কেউ বা কারা তুলে নিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে ব্যাঙ্কের গ্রাহক ছাড়া কি ভাবে তার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হল? সত্যি কি ব্যাঙ্কে দালাল চক্র কাজ করছে। একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এবিষয়ে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন ওই গ্রাহক। এবং যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবি তুলেছেন ওই মহিলা সহ তার ছেলে। যদিও এবিষয়ে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি।অন্যদিকে যে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তার মধ্যে এক ব্যক্তি এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাকে রাজনৈতিক ভাবে চক্রান্ত করে বদনাম করানোর চেষ্টা করছে বলে পাল্টা দাবি করেন তিনি।

কিশোরীর শ্রীলতাহানী করার অভিযোগে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লী এলাকা থেকে এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ঃ এক কিশোরীর শ্রীলতাহানী করার অভিযোগে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লী এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সুভাষপল্লী এলাকায় অভিযুক্তের একটি দোকান রয়েছে। গতকাল এক কিশোরী সেই দোকানে কিছু জিনিস নিতে যায় সেই সময় অভিযুক্ত তার শ্রীলতাহানী করে বলে অভিযোগ ওঠে। কিশোরী তার বাড়িতে গিয়ে পুরো বিষয়টি জানালে তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ওই কিশোরীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

পাঞ্জাবে শিশু যৌন নির্যাতন বাড়ছে কেন?

পাকিস্তানে ঘরে শিশুদের যৌন নির্যাতনের কথা লুকাতে চান অনেকে। ফলে ধর্ষকেরা প্রায়ই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায় বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মীরা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যেখানে শিশু যৌন নির্যাতনের ভয়াবহ পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। প্রদেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাড়ে পাঁচ মাসে অন্তত এক হাজার ৩৯০টি শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এই ঘটনাগুলো প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রকৃত সংখ্যাটি আরো অনেক বেশি হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৯৫৯টি ঘটনায় ছেলে শিশুরা এবং বাকি ৪৩১ ঘটনায় মেয়ে শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। লাহোরভিত্তিক সাংবাদিক মোহাম্মদ শাহাজাদ মনে করেন, সরকারি প্রতিবেদনে প্রকৃত চিত্র উঠে আসেনি। কারণ শুধুমাত্র অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন বা ভুক্তভোগী যেসব ঘটনার কথা প্রকাশ করেছেন, সেগুলো এখানে উঠে এসেছে।

তিনি বলেন, ‘‘যৌন নির্যাতনের শিকার অনেক শিশু গৃহহীন কিংবা ধর্মীয় স্কুলে পড়াশোনা করছে। তাদের সঙ্গে এধরনের কিছু ঘটলে তা জানার সম্ভাবনা কম।’’ পাকিস্তানে গৃহহীন শিশুর সংখ্যা ১৫ লাখের মতো এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় পড়ছে ২৫ লাখ শিশু। এদের সবাই যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে আছে বলে দাবি শাহাজাদের। পাকিস্তানে এবারই প্রথম শিশু যৌন নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। ২০১৫ সালে শিশু নির্যাতন এবং মুক্তিপণ আদায়ের একটি ঘটনা নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল। পুরুষদের একটি অপরাধ চক্র সেসময় অন্তত ২৮০ শিশুকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা ভিডিও করেছিল। চক্রটি সেসব ভিডিও প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে ভুক্তভোগী শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতো। এই খবর প্রকাশ হওয়ার পর গোটা পাকিস্তান জুড়ে নিন্দার ঝড় বয়ে যায় এবং এধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের উপর দায় চাপানো হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ২০১৮ সালে সাত বছর বয়সী শিশু জয়নার আনসারি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে খুন হয়। সেসময় জনরোষের মুখে শিশু নির্যাতন রোধে একটি আইন পাস করতে বাধ্য হন দেশটির আইনপ্রণেতারা। তবে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক সরকারের প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এসংক্রান্ত আইনগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলোর পর পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকেরা সরকারকে দায়ী করেন কেননা দেখা যায় যে অপরাধীকে ধরতে এবং উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিতেরক্ষেত্রে আইন খুব একটা কার্যকর বিবেচিত হচ্ছে না। মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন, শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করা একটি বিস্তৃত বিষয় এবং এই বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় শিশু যৌন নির্যাতনের শিকারের সঙ্গে সম্পৃক্তরা মূলত ভুক্তভোগীদের আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক বা ধর্মগুরু হয়ে থাকেন, জানান লাহোরভিত্তিক যৌন এবং লিঙ্গকেন্দ্রিক সহিংসতা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ সিদ্রা হুমায়ুন। কখনো কখনো দেখা যায় একটি শিশু এধরনের নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর অভিভাবকদের জানালেও তারা সেটি বিশ্বাস করতে চান না। ফলে ভুক্তভোগী শিশুটির বিচার পাওয়ার আশা আরো ক্ষীণ হয়ে যায়। ‘‘শিশুরা সরলও থাকে এবং সেই সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা তাদের নানা কিছু মানতে প্রলুব্ধ করে,’’ বলেন হুমায়ুন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পাকিস্তানে বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে শিশু যৌন নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। এধরনের অপরাধীরা প্রায়শই বিচারের মুখোমুখি হওয়া থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে অসম এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগুর

সারা অসম মাধ্যমিক অতিরিক্ত শিক্ষক সংস্থার (ঠিকা ভিত্তিক) উদ্যোগে শবর্ইপি ২০২০ শীর্ষক রাজ্য পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন

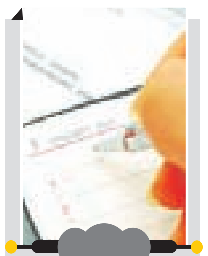

সব্যসাচী শর্মা
প্রাবন্ধিক

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এর ক্ষেত্রে অসম সরকার ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে অসম এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি জানান সরকার চালানোর জন্য তাদের হাতে কোনো অক্ষয় ভান্ডার নেই। এর ফলে শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ে একত্রীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মহানগরের দিশপুর স্থিত পূর্ত বিভাগের কনভেনশন এবং ট্রেনিং সেন্টার প্রেক্ষাগৃহে মঙ্গলবার সারা অসম মাধ্যমিক অতিরিক্ত শিক্ষক সংস্থার (ঠিকা ভিত্তিক) উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শীর্ষক রাজ্য পর্যায়ের একদিনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। নিজের ভাষনে তিনি বলেন গত দুই বছরে শিক্ষাবিভাগ টিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং বিভাগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাধ্যমিক অতিরিক্ত শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু বলেন বর্তমান সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের থেকেই অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে তাদের প্রস্তুত করতে হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই শিক্ষা বিভাগ নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।। শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক এর পাঠদান ছাড়াও তাদের জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিক জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ২০১০ সাল থেকেই শিক্ষা ক্ষেত্রে ড্রপ আউট রেট কমে আসছে। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের এক বড় ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী জানান পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভাগ চেষ্টা করে চলছে। তবে শিক্ষকদের যাবতীয় সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তথ্যের প্রযোজেনীয়তা রয়েছে। ফলে শিক্ষকদের শিক্ষা সেতু অ্যাপে যাবতীয় তথ্য আপলোড করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু। তিনি বলেন শিক্ষকদের বদলের ক্ষেত্রে বিভাগ যথা সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। এক্ষেত্রে অযথা শিক্ষকদের নিজস্বভাবে তৎপর না হয়ে ওঠার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। শিক্ষা বিভাগ এই সম্পূর্ণ বিষয়ে সময় মত প্রযোজেনীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষা মন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ড০ ননীগোপাল মহন্ত, মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালিকা মমতা হোজাই, কামরুল মহানগর জেলার বিদ্যালয়গুলোর পরিদর্শক দীপিকা চৌধুরী, শিক্ষক সংগঠনটি সভাপতি মহিধর কলিতা ছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

সামায়িকী

মিয়ানমারের জান্তাদের নৃশংসতা থেকে ফায়দা তুলছে কারা?

হাইডি হাউতলা
কলামিস্ট

পৃথিবীর বড় অংশে যখন কর্তৃত্বপরায়ণতার উন্মেষ ঘটেছে, এর বিপরীতে তখন মিয়ানমারের মানুষ সংগ্রাম করছেন গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের জন্য। এই সংগ্রামের সঙ্গে মিলে যায় গণতন্ত্রকামী মানুষের আকাঙ্ক্ষাও।

প্রায় তিন দশকের স্থগিতাদেশ শেষে এক বছর আগে মিয়ানমারে নতুন করে মৃত্যুদণ্ডের বিধান জারি হয়। যে চারজনের মৃত্যুদণ্ড হয়, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও ইইউভিপির প্রাক্তনী ফিও জিয়া থো। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোর বাইরে থাকা তরুণ নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অধিকারকর্মী, যিনি কো জিমি নামে সুপরিচিত, তাঁকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। গত এক বছরে নিজ দেশের নাগরিকদের প্রতি এই অবজ্ঞা আরও তীব্র হয়েছে। হাসপাতাল, স্কুল ও উপাসনালয়ের ওপর ধারাবাহিকভাবে আকাশ থেকে বোমা ফেলা হয়েছে। জান্তাদের এমন এক হামলায় গত এপ্রিলের শুরুর দিকে ১৭০ জন নিহত হন। অভ্যুত্থান-পরবর্তী মিয়ানমারের শিশুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত সময় পার করেছে। বয়োবৃদ্ধদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। যুদ্ধের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ধর্ষণকে। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মিয়ানমারের রাজধানী নেপিডোতে ট্যাংক প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা সম্ভাব্য গণতন্ত্র, অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভঙ্গুর কিন্তু অগ্রগতির পথে এগোনো সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। সেই সময় থেকে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন ৩ হাজার ৮০০ মানুষ। তারা ৭০ হাজার সাধারণ মানুষের সহায়-সম্পদে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যান ১০ লাখেরও বেশি মানুষ। এই হিসাবে মিয়ানমারের জান্তাদের নির্যাতনে দেশ ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বাইরে রাখা হয়েছে। এখন পর্যন্ত সব দলকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপে ইন্দোনেশিয়ার নেতৃত্বে অন্তত ১০০টি বৈঠক হয়েছে। একইভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন, ২০২২ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তসহ আন্তর্জাতিক আইনকে অগ্রাহ্য করায় সামরিক জান্তাকে অবশ্যই জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। শুধু গত এক বছরে খাদ্যপণ্যের দাম ১৭৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। এক-চতুর্থাংশ মানুষ খেতে পান না। নাগরিক সমাজ ও স্বাধীন গণমাধ্যমের টুঁটি চেপে ধরা হয়েছে। সাংবাদিকদের জেলে পাঠানোয় চীনের পরই মিয়ানমারের অবস্থান। রাজবন্দীদের সংখ্যা ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট, স্টেট কাউন্সেলর অং সান সু চিসহ প্রায় ২০ হাজার ছুঁয়েছে। তারপরও মিয়ানমারের মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। দেশের বৈধ সরকার হিসেবে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট (এনইউজি) এখনো মিয়ানমারের ভেতরে ও বাইরে গণতন্ত্রের যে আকাঙ্ক্ষা, তা প্রজ্বলিত রেখেছে। বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্বশীল সেনাবাহিনীর নেটওয়ার্ক পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেস জান্তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। বাস্তবিকভাবেই অথবা সম্ভবত প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের মানুষ জাতিগত ও ধর্মীয় পরিচয়কে উপেক্ষা করে মিন অং হ্লাইং ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের স্বৈরশাসনের অবসান চাইছেন।

যখন গণতন্ত্রের প্রধান সমর্থক ইইউ বা যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পর দফায় দফায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তখনো সেনাশাসকদের কাছে অস্ত্রের জোগান বন্ধ করা যায়নি। জাতিসংঘের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর জান্তারা এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ও সরঞ্জাম কিনেছে। চীন, রাশিয়া ও ভারতই যে কেবল মিয়ানমারের এই দুর্দশা থেকে লাভবান হচ্ছে তাই নয়, জান্তার এই নৃশংসতা থেকে ফায়দা উঠিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠান। বাইডেন প্রশাসন গত মাসে মিয়ানমার সরকার পরিচালিত বৃহৎ দুটি ব্যাংকের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এখনই সময় ইইউর উচিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত তেল-গ্যাস কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া। কারণ, তারা জান্তাদের যুদ্ধাপরাধে টাকা জুগিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধ হবে না নামরূপ সার কারখানা, ঘোষণা রাজ্য বিজেপির

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সহ বিভিন্ন দল সংগঠনের প্রতিবাদ অব্যাহত

সব্যসাচী শর্মা

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের নামরূপ সার কারখানা বন্ধ করে দেবে এই অভিযোগ উত্থাপন করে বিভিন্ন দল সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছে। তবে নামরূপ সার কারখানা কোনো অবস্থাতে বন্ধ হবে না বলে স্থিতিস স্পষ্ট করেছে বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটি।

গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নামরূপ সার কারখানা নিয়ে স্থিত স্পষ্ট করেছে গেরুয়া দলটি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন নামরূপ সার কারখানা অসন্তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি উদ্যোগ। বিজেপি এই উদ্যোগটির সমৃদ্ধি চাইছে। ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পরেই নামরূপ সার কারখানার চতুর্থ গ্রুপ স্থাপন করার জন্য ২০১৫ সালে অর্থনৈতিক পরিক্রমা কেবিনেট কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী যুক্ত খন্ডে উদ্যোগটি স্থাপনের জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন ভারত সরকারের রসায়ন এবং সার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বেশ কয়েকটি পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অসমের থেকে প্রতিনিধিত্ব করা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং রামেশ্বর তেলি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় রসায়ন এবং সার দপ্তরের মন্ত্রী মনসুকভাই মন্ডব্যর সঙ্গে পুনরায় আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। নামরূপ সার কারখানার চতুর্থ গ্রুপটি স্থাপনের বিষয়টি ইতিবাচক ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেসসহ একাংশ বিরোধী রাজনৈতিক দল কিছু অসত্য তথ্যের মাধ্যমে সাধারণ জনতার মধ্যে অপপ্রচার অব্যাহত রেখেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র।

তিনি বলেন নামরূপ সার কারখানার চতুর্থ গ্রুপটি অতি শীঘ্র স্থাপন করা হবে। এক্ষেত্রে তিনি আশাবাদী। নামরূপ সার কারখানা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালে এই উদ্যোগের ১০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। সে ১০০ কোটি টাকা সদ্ব্যবহারের ফলে গত আর্থিক বছরে নামরূপ সার কারখানা ২৪ কোটি টাকা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নামরূপ সার কারখানার সরকারের সদিচ্ছা নেই বলে মন্তব্য করাটি যুক্তিসংগত নয় বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুভাষ দত্ত বলেন প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি অধীনে ইতিমধ্যে নামরূপে উদ্যোগী করিডর নির্মাণে কাজ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন।

রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র জানান নামরূপ সার কারখানা চিকিৎসালয়টি রাজ্য সরকার ২ কোটি টাকা ব্যয় করে পুনর্নির্বাণ তোকে মেরামতি করেছে। সার নগরের বিভিন্ন পথ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে সমালোচনা করার নামে মিথ্যাচারের আশ্রয় নেওয়াটি বিরোধী দলগুলোর হতাশার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সুভাষ দত্ত বলেন ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত চতুর্থ গ্রুপের জন্য অসীম সরকার অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য চিন্তা চর্চা অভ্যান্ত রেখেছে। রাজ্য সরকার বিষয়টি সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই বলে হলুস্থুল সৃষ্টি করছেন কংগ্রেস নেতা ভূপেন বরা, রানা গোস্বামী, প্রণতি ফুকন। কিন্তু দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ নেতৃত্বাধীন সরকার অসমের কাঁচা তেলের রয়েলটি ৭৭৭০ কোটি টাকা বন্ধ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই কংগ্রেস নেতারা তাদের ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করেননি। এক্ষেত্রে তারা কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র। তিনি বলেন কংগ্রেসের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস। ফলের সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার কংগ্রেস নেতাদের নেই বলে মন্তব্য করেছেন সুভাষ দত্ত।

এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা, কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণতি ফুকন, এটুয়া মুন্ডা, ধ্রুব গগৈর নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক দলীয় কর্মকর্তা এদিন নামরূপে সকাল ১১ টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করেছেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নামরূপ সার কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র রচনা করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। ফলে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পালন কার্যসূচিতে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্য পর্যায়ের নেতাদের পাশাপাশি স্থানীয় নেতারা অংশগ্রহণ করেছেন।

জানা অজানা

বাবা খটখটানন্দ...

সুনীল কুমার দে

মনে অগাধ দুঃখ ও বেদনা নিয়ে একদিন মতলব বাবু খটখতানন্দ বাবার আশ্রমে এসেছে।পরনে লাল ধুতি,গলায় রুদ্রাক্ষের মালা,কপালে তিলক ফোঁটা,গায়ে নামাবালি।আশ্রমে এসে বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাথ করে বললো, বাবা আমার প্রণাম নিবেন।বাবা প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি তাই বললো, কে তুই?

সে বললো, বাবা আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না,আমি আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত,নাম স্বার্থপর খান, ডাক নাম মতলব বাবু। -আরে মতলব তুই।তো বাচ্চা,এই ড্রেসে কেন।

-বাবা,সংসার আমাকে আর ভালো লাগছে না,তাই ভাবছি সন্ন্যাস নেব। -সেকি,এখনো বিয়ে করিস নি, রাজা হোসনি এই বয়সে বৈরাগ্য ভাব কেন?

-বাবা,এখনো রাজা হতে পারলাম না,৫৪ বছর হয়ে গেল।আগেই বলেছি রাজা না হওয়া পর্যন্ত আমি বিয়ে করবো না। -কিছু না মনে করলে দুটো কথা বলবো।

- হা,বলুন। -দেখ রাজা হতে গেলে রাজনীতি টা একটু ভালো করে জেনে নিতে হয়।তোর বাবা রাজা ছিল,তোর ঠাকুমা রাজা ছিল,তার বাবা রাজা ছিল,তাই রাজ রক্ত তো তোর শরীরে আছেই।তাই তুই রাজা আজ নয় তো কাল হবিই, এত তাড়াহুড়ো করছিস কেন? এখনো তো ভালো করে কথা বলতে শিখলি না,বাপ কে সাপ বলছিস,ঘোড়া কে গাধা বলে দিচ্ছিস।এমন করলে কি আর চলে।সবাই তোর কথা শুনে হাসাহাসি করে আর বলে,রাজার বেটা এখনো কথা বলতে শিখলো না,সে কি করে রাজা হবে না রাজত্ব চালাবে।তাছাড়া তুই হিন্দুদের নিন্দা করিস,তাদের মন্দিরে যাস না,কেবল আপ্তার পার্টি তে আর গির্জাতে যাস।এমন করলে হিন্দুদের ভোট পাবি কি করে?

-হিন্দু পরম্পরা যে আমাদের বংশে নেই বাবা,কি করি তাহলে? -আরে ভেক হিন্দু সাজতে দোষ কি?দেখছিস না আমি কেমন বাবা হয়ে বসে আছি।আমি না কোনো ধর্ম বুঝি না ভগবান মানি।তবু তো কত ইনকাম আমার। -তাহলে এখন কি করবো?

-শুন,দেশে এখন খুব ভালো রাজা আছে,তাকে এখন হারানো মুশকিল।তাই বেশি ছটপট করিস না।তারও তো বয়স হচ্ছে আর কতদিন চালাবে।এর মধ্যে তুই মাকে বলে বিয়েটা করে নে সাথে সাথে রাজনীতি টা ভালো করে শিখে নে।ইতিহাস গুলো ভালোকরে জান। -বয়েসে যে অনেক হয়ে গেল,এই বয়সে কেউ মেয়ে দেবে?

-তাই বলে রাজার ছেলে হয়ে আই বুড়ো থাকবি।এক কাজ কর ফিল্মি জগতের কোনো মেয়েকে বিয়ে করে ফেল,তারা বয়স টয়স ওতো দেখে না,জাত পাত ও মানে না। সিনেমার হিরোয়েইন কে বিয়ে করলে কি হবে,ফিল্মি জগতের পুরো ভোটটা পেয়ে যাবি।

-ঠিক বললেন বাবা,এতদিনে আমার বুদ্ধি টা খুললো যাই তাহলে আগে বিয়েটা করে নি।

-আরে আমার গুরু দক্ষিনা না দিয়েই চলে যাবি?

-বাবা,চীন থেকে নুতন ফান্ড টা আসে নি,এলেই সব মিটিয়ে দেব। এখন বিয়েতেও তো খরচ আছে।

-আরে হাত খরচ টা কমসে কম দিয়ে যা।

- ঠিক আছে বাবা, চেক টা পাঠিয়ে দেব।আমার প্রণাম নেবেন। -কল্যাণ হোক বৎস বুড়া হয়ে থাক। বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বলে মতলব বাবু বিদায় নিল আর খটখতানন্দ খুব জোরে একটা অট্টহাসি দিয়ে বললো, জয় ভোলানাথ,তোমার অসীম কৃপা,এই গাধা টা জীবনেও রাজা হতে পারবে না। মাথা ঠোকাই সার হবে।

বিবস্ত্র কুকি নারীরা বিলকিস বানুর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন

আলতাফ পারভেজ

ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ‘রেপ ভিকটিম’ হলেন বিলকিস বানু। দেশটির প্রায় সব সংবাদমাধ্যম বছরের পর বছর তাঁর দুর্ভোগ ও বিচার প্রার্থনার বিবরণ ছেপেছে।

২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় মার্চে তাঁকে যখন দল বেঁধে ধর্ষণ করা হয় তখন ২১ বছর বয়সী এই নারী মা হওয়ার পথে ছিলেন। দাঙ্গায় তাঁর পরিবারের অন্তত সাতজন নিহত হওয়ার মাঝেই বিলকিসের লাঞ্ছনা ঘটে। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ১১ ব্যক্তি এই অপরাধে যুক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালে তাঁদের যাবজ্জীবন সাজাও হয়। কিন্তু বিজেপি সরকার তাঁদের কারাগার থেকে ছেড়ে দেয় গত বছর এই সময়ে।

এত আলোচিত একটা অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্তদের এভাবে মুক্তি দেওয়ায় ২০২২-এর ভারত প্রতিবাদে প্রত্যাশামতো সোচ্চার হতে পারেনি। একটা অন্যায় আরেকটা অন্যায়ের রাস্তা তৈরি করে রাখে। প্রশ্ন উঠেছে, তার কারণেই কি মণিপুরে কুকি নারীদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অবিশ্বাস্য জুলুমের ঘটনা ঘটতে পারল? সে কারণেই কি কুকি নারীদের এখন সবাই মণিপুরের বিলকিস বানু বলছেন? বিলকিস বানু মুসলমান ছিলেন। কুকি নারীরা খ্রিষ্টান। মুসলমানরা গুজরাটে সংখ্যালঘু। কুকিরা মণিপুরে সংখ্যালঘু। সংখ্যাগুরুর যেকোনো যুদ্ধ সংখ্যালঘুর নারীর গায়ে হাত না দিয়ে পূর্ণতা পায় না। ঐতিহাসিক সব সহিংসতার এটাই চূড়ান্ত সত্য। সেটা এমনকি নির্বাচনী গণতন্ত্রের জন্য গর্ববোধ করে, এমন একটা দেশেও ক্রমাগত সত্য হতে দেখে বিশ্ব বিস্মিত!

ভারত সরকার হয়তো এটা মানতে চাইবে না যে মণিপুরে এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে। কিন্তু এও অসত্য নয়-শিগগিরই তিন মাস পূর্ণ হবে সেখানকার চলতি সহিংসতার। রাজ্যটিতে আগুনে ক্রমাগত বাড়িঘর পুড়ছে, মানুষ মরছে, যোগাযোগব্যবস্থা স্থবির। রাজনীতি, প্রশাসন ও রাষ্ট্র মানুষদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। মেইতি ও কুকিরা যে যেখানে পারছে অবাধে পরস্পরের ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাচ্ছে। একে একপ্রকার যুদ্ধাবস্থা বলা যায় বৈকি।

বিলকিস বানুদের ২০০২-এর গুজরাটের সঙ্গে এর ফারাক কেবল এটুকু, সেখানে উগ্র সংখ্যাগুরুর হাতে একতরফা মার খেতে খেতে মুসলমানরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পাশে বিশ্বের কম দেশ ও সংস্থা শক্তভাবে সোচ্চার হয়েছিল। সেখানে ধর্ষককে সাজা থেকে রেহাই দিলেও সরকারের ভোট কমেনি। সেই তুলনায় মণিপুরে খ্রিষ্টান কুকিরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তৎপর। ইউরোপ-আমেরিকাও তাদের বিপন্নতার প্রতিকার চাইছে উচ্চকণ্ঠে। সেখানে অনেক বিধায়ক বিজেপি ছেড়ে চলে আসতেও বিলম্ব করেনি। অর্থাৎ মণিপুর গুজরাটের মতো নয়। তবে মণিপুরের ‘সমাজ’ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

গুজরাটে ২০২২ এসে অপরাধীরা ছাড়া পেলেও মণিপুরে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রের সরকার এখনো সরাসরি এটা বলছে না গত ৮০ দিনের ঘটনাবলিতে মূল দায় কার? কারা কীভাবে সহিংসতার পাটাতন তৈরি করল এবং সেটাকে তুষের আগুনের মতো মাঝে মাঝে উসকে দিচ্ছে? ইতিমধ্যে যে স্থানীয় প্রতিকার ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে সেটাও বিপজ্জনক। কুকিরা তাদের নারী নিগ্রহের জন্য অভিযুক্তদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ মেইতি বন্যতার বিপরীতে কুকি বন্যতার উত্থান ঘটছে। দলবদ্ধ সহিংসতায় ধর্ষণ বরাবরই একটা অস্ত্র হিসেবে আছে বিশ্বব্যাপী। দক্ষিণ এশিয়ায়ও এর নজির বিস্তর। বাংলাদেশের নিরীহ নারীরা একাত্তরে একই অনাচারের শিকার হয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের দ্বারা।

সংবাদপত্রের পুরোনো পাঠকদের হয়তো খেয়াল আছে, মণিপুরে রাষ্ট্রীয় রক্ষীদের ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ২০০৪ সালের জুলাইয়ে স্থানীয় নারীরা উলঙ্গ হয়ে মিছিল করেছিলেন। অভিনব সেই বীরত্বসূচক মিছিলের খবর প্রকাশিত হয় বিশ্বজুড়ে। ইম্ফলে সেদিনের ওই প্রতিবাদে সামনের সারিতে ছিলেন মেইতি নারীরা। আসাম রাইফেলসের হাতে তাঙ্গজাম মানোরোমা নামের এক নারীর মৃত্যু ওই বিক্ষোভের জন্ম দেয়। আজ আবার মণিপুর একইভাবে বিক্ষুব্ধ। তবে এবার কুকি নারীরা মেইতি পুরুষদের হাতে গণনিগ্রহের শিকার।

দুর্ভাগ্যের দিক হলো ২০০৪ সালে যে মেইতি নারীরা ধর্ষণকে সহিংসতার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রতিবাদ করছিলেন তাদেরই উত্তরসূরিরা এবার মেইতি পুরুষদের উৎসাহিত করেছেন কুকি নারীর লাঞ্ছনায়। এবারের সহিংসতার ভিডিওগুলোতে দেখা গেছে, মেইতি নারী-পুরুষেরা যৌথভাবে কুকিপাড়াগুলোয় হামলা করে নারীদের উলঙ্গ করে হাঁটাচ্ছে। ‘দ্য কুইন্টে’ ২২ জুলাই প্রকাশিত সচিত্র প্রতিবেদনে এমন একজন নির্যাতিত কুকি নারীর বিবরণ বেরিয়েছে, যেখানে তাঁকে ধর্ষণের জন্য পুরুষদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে পিটিয়ে অচেতন করে দিচ্ছিলেন মেইতি নারীরা। মণিপুরে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও ভারতের অন্যান্য জায়গা থেকে নানাভাবে এসব ভিডিও ও ছবি ছড়াচ্ছে বিশ্বব্যাপী। অনেক অসত্য ছবি এবং বিবরণও নিয়মিত ছড়াচ্ছে মেইতি ও কুকিরা পরস্পরের বিরুদ্ধে। সত্য-অসত্য মিলে এ রকম সব ঘটনায় কুকি ও মেইতি পারস্পরিক বিদ্বেষ আরও বাড়ছে। দেশটির অন্য সব ধরনের সংখ্যালঘুদের ভীতিও তাতে বাড়ছে। মহাশক্তিধর ভারত সরকার অজ্ঞাত কারণে এসব থামাতে পারেনি।

মণিপুরের চলতি অবস্থার দায় অনেকখানিই স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ওপর বর্তায়। ২০০২ সালের গুজরাটের মতো ২০২৩ সালেও মণিপুরে রয়েছে বিজেপির নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে, ২১ বছর আগের মতোই বিজেপি সহিংসতার মধ্যে নারীদের নিরাপত্তা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ হলো। সর্বশেষ যে দুজন কুকি নারীর নিগ্রহে ভারতজুড়ে মানুষ অসন্তুষ্ট তাতে উলঙ্গ করে হাঁটানোর ১৭ দিন পর থানায় কেস আকারে এটা নথিভুক্ত হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

‘ওপেনহাইমার’ মুভির যৌন দৃশ্যে ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়া

নয়া দিল্লি ঃ পরমাণু বোমার জনক রবার্ট ওপেনহাইমারের জীবন নিয়ে নির্মিত মুভির একটি যৌন দৃশ্য নিয়ে ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

ঐ দৃশ্য সরিয়ে ফেলতে পরিচালক ক্রিস্টোফার নোলানের কাছে চিঠি লিখেছেন সরকারের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

‘ওপেনহাইমার’ মুভিতে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার আগে মূল চরিত্রকে গীতা থেকে শ্লোক উচ্চারণ করতে দেখা যায়। ‘‘এটি একশ কোটি সহনশীল হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর সরাসরি আক্রমণ, বরং এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর সমান,’’ পরিচালককে পাঠানো চিঠিতে লিখেছেন ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উদয় মহুরকর। চিঠিটি তিনি টুইটারেরও প্রকাশ

করেছেন। মহুরকর বলেন, একজন বিজ্ঞানীর জীবনের ‘এই অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য’ ছবিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রেরণা ও যুক্তি পরিষ্কার ছিল না।

ভারতের প্রখ্যাত ডানপন্থি গোষ্ঠী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলছে, মুভিটি হিন্দু সমাজের উপর ‘হামলা শুরুর’ চেষ্টা। তারা ঐ দৃশ্য সরিয়ে ফেলারও আহ্বান জানিয়েছে।

পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বানসাল বলেন, নির্মাতাদের উচিত বিশ্বের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়া, কারণ তাদের অনুভূতিতে মারাত্মক আঘাত লেগেছে।

টাকা দিলে শিক্ষক, রাতে জেলে জেরা সাবেক পর্ষদকর্তাকে

কলকাতা ঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নতুন মোড়। টাকা ফেললেই শিক্ষক পদ তৈরি করে নিয়োগ করা হতো বলে অভিযোগ। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে সিবিআই মঙ্গলবার রাতে জেলে গিয়ে জেরা করলো মানিক ভট্টাচার্যকে। কারণ, তৃণমূল নেতা এবং সাবেক পর্ষদকর্তা মানিকের বিরুদ্ধে নতুন সব অভিযোগ সামনে এসেছে। কী সেই অভিযোগ? অভিযোগ হলো, জেলায় কোনো শূন্যপদ নেই। কিন্তু টাকা দিলেই শূন্য পদ তৈরি হয়ে যেত। তারপর নিয়োগও হয়ে যেত. সবকিছু করতে ২৩ দিন সময় লাগত। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, এটা হলো ডিজাইনড কোরাপশন, মানে আগে থেকে ছক করে দুর্নীতি। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, মুর্শিদাবাদ এই চার জেলায় এই দুর্নীতি হয়েছে। তাই তিনি বিন্দুমাত্র দেরি না করে রাতেই মানিককে জেরা করার নির্দেশ দেন সিবিআইকে। বিচারপতি বলেন, এই কৌশল মানিকের মাথা থেকেই এসেছে বলে তিনি মনে করছেন।

শুধু নিয়োগ নয়, বদলি এবং পছন্দসই জায়গায় পোস্টিং পাওয়ার জন্যও টাকা নেয়া হত বলে অভিযোগ এসেছে। কেউ হয়ত বাঁকুড়ায় পোস্টিং চান। কিন্তু সেখানে কোনো খালি পদ নেই। পয়সা দিলেই তৈরি হয়ে যেত খালি পদ। মানিকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও এসেছে।

বিচারপতির নির্দেশের পরই প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি মানিককে আড়াই ঘণ্টা ধরে জেরা করে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা। সিবিআইয়ের এসপি কল্যাণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চারজন অফিসারের দল গিয়ে এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য মানিকের কাছ থেকে জানতে চান। তার আগে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছিলেন, জেল সুপারকে সবরকম সহযোগিতা করতে হবে। না হলে আদালত তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

মঙ্গলবার রাতের পর বুধবারও মানিককে জেরা করা হচ্ছে।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআইকেও বলেছেন, তারা যদি ঠিকভাবে তদন্ত না করে, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন।

দোঝদ টিভি চ্যানেলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা রাশিয়ার

মাস্কো ঃ চ্যানেলটিতে কাজ করলে অথবা কেউ সাহায্য করলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে রাশিয়া।

দোঝদ টেলিভিশন চ্যানেলটিকে আগেই কালো তালিকাভুক্ত করেছিল রাশিয়ার প্রশাসন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চ্যানেলটি রাশিয়া থেকে দপ্তর গুটিয়ে প্রতিবেশী দেশ লাটভিয়াতে গিয়ে কাজ করতে শুরু করে। পরে নেদারল্যান্ডসে দপ্তর খোলে তারা।

মঙ্গলবার এই চ্যানেলটিকে অপ্রয়োজনীয় এবং অনর্থক বলে জানিয়েছে রাশিয়ার আদালত। জানানো হয়েছে, এই চ্যানেলটিকে কেউ অর্থ সাহায্য করলে অথবা চ্যানেলটিতে কোনো রাশিয়ার নাগরিক কাজ করলে প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে।

অভিযোগ, চ্যানেলটি রাশিয়া বিরোধী প্রোপাগান্ডা করছে। শুধু তাই নয়, চ্যানেলটি অন্যায় এবং অবাস্তব খবর প্রকাশ করছে বলেও রাশিয়ার প্রশাসন দাবি করেছে। বস্তুত, এর বেশ কিছু বছর আগে চ্যানেলটিকে কার্যত তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল রাশিয়ায়। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চ্যানেলটি রাশিয়া ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

চ্যানেলের তরফে জানানো হয়েছে, রাশিয়ার প্রশাসন যাই বলুক, এখনো তাদের চ্যানেল ১৩ মিলিয়ন রাশিয়ার দর্শক দেখে। কিন্তু এবার তারা রাশিয়ার দর্শকদের কাছে অনুরোধ করেছে, তারা যেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করেন। করলে, দর্শকদেরই বিপদে পড়তে হবে বলে তারা জানিয়েছেন। যাদের এরমধ্যেই সারা বছরের সাবক্রিপশন করা আছে, তাদের টাকাও ফেরত দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

২০১৪ সালে দোঝদ টেলিভিশনকে প্রথম কালো তালিকাভুক্ত করা হয়। তাদের ব্রডকাস্টের অধিকার বাতিল করা হয়। ২০২১ সালে এই সংস্থাটিকে ফরেন এজে–ট বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও চ্যানেলটি কখনো বন্ধ হতে দেননি কর্তৃপক্ষ। ২০২২ সালে চ্যানেলটির আউটপুট ব্লক করে দেয়া হয়। তারপরেই সংস্থাটি লাটভিয়ায় চলে যায়।

দাবানল নেভাতে গিয়ে গ্রিসে ভেঙে পড়ল বিমান

গ্রিস ঃ ভয়াবহ গরমে গ্রিসের একাধিক জঙ্গলে আগুন লেগেছে। তা নেভাতে গিয়ে ভেঙে পড়েছে একটি বিমান। মৃত দুই।

গরমে কাহিল গ্রিস। বিভিন্ন এলাকা থেকে পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষকে উদ্ধার করে অন্যত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে। কারণ, গরমে জঙ্গলে আগুন লেগে গেছে। এখনো পর্যন্ত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

মঙ্গলবার এথেন্সের কাছে এভিয়া দ্বীপের দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে একটি বিমান পৌঁছায়। দমকলের ওই বিশেষ বিমান আগুন নেভানোর জন্যই সেখানে গেছিল। কিন্তু বিমানটি কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। বিমানের দুই পাইলটের মৃত্যু হয়েছে।

গ্রিসের একাধিক অঞ্চলে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বেশ কিছু অঞ্চল থেকে স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের উদ্ধার করে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ অবস্থা রোডস এবং কোরফুতে। সেখান থেকে পর্যটকদের উদ্ধার করা হয়েছে। তাপপ্রবাহের কারণে সিসিলির বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার তা আবার খোলা হয়েছে।

এদিকে এভিয়া দ্বীপেই এক মেষপালকের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগুনে পুড়েই তার মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার থেকে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিলেন। গ্রিসে এই নিয়ে গরমের দাপটে মৃত্যু হল তিন জনের।

আলজেরিয়ার পরিস্থিতিও ভয়াবহ। সেখানেও বেশ কিছু এলাকায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। বুধবার ভোরে দেশের জাতীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, একাধিক জঙ্গলে আগুন লেগেছে। তবে প্রতিটি আগুনই আপাতত নিয়ন্ত্রণে বলে তারা জানিয়েছে। আলজেরিয়ায় শুধু দাবানলেই এখনো পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগুন নেভাতে গিয়ে ১০ জন মারা গেছেন। ১৫০০ মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দাবানলে তাদের বাড়ি জ্বলে গেছে। আলজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গিয়ে পৌঁছেছে। এই দুই দেশেও গরমে কাহিল অবস্থা। পর্তুগালের একটি আস্ত অভয়ারণ্যে আগুন লেগে গেছে। কয়েকশ দমকলকর্মী সেই আগুন নেভানোর কাজে নেমেছেন। কিন্তু আগুন এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। প্রবল হাওয়ায় আগুন আরো ছড়াচ্ছে বলে দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন। ক্রোয়েশিয়ার দক্ষিণেও দাবানল শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে ওই অঞ্চলে ঝড় আছড়ে পড়ায় আগুন আরো বেশি ছড়িয়েছে। সেখানেও দমকলকর্মীরা আগুন নেভানোর কাজে নেমে পড়েছেন। কিন্তু দাবানল এখনো নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

বিএনপিকে সোহরাওয়ার্দী ও পল্টনে সমাবেশ করতে দেওয়া যাচ্ছে না

ঢাকা ঃ রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যান কিংবা পল্টনে মহাসমাবেশের অনুমতি পায়নি বিএনপি। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিএনপি এসব জায়গায় সমাবেশ করতে চেয়েছিল। বুধবার দুপুরে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক গণমাধ্যমকে জানান, বৃহস্পতিবার কর্মদিবস হওয়ায় বিএনপিকে সোহরাওয়ার্দী ও পল্টনে সমাবেশ করতে দেওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন, বিএনপিকে আমরা গোলাপবাগ মাঠ পরিদর্শনের অনুরোধ জানিয়েছি। তারা যদি সেখানে সমাবেশ করতে চায়, করতে পারবে। এ বিষয়ে বিএনপির প্রচার সম্পাদক ও মিডিয়া সেলের সদস্য সচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, ডিএমপির কেউ তাদের সঙ্গে এখনো এ বিষয়ে কোনো যোগাযোগ করেনি। এর আগে বুধবার সকালে পুরান ঢাকার হোসেনি দালানের সামনে ২৯ জুলাই পবিত্র আশুরার নিরাপত্তা নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ বিফ্রিংয়ে রাজধানীতে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে সমাবেশ করার অনুমতি দেবে বলে জানান ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক। তিনি বলেন, সমাবেশে কোনো লাঠিসোঁটা ও ব্যাগ নিয়ে আসা যাবে না। তিনি জানান, মানুষকে কষ্ট না দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সমাবেশ করা উচিত। ভবিষ্যতে হয়তো এমন সময় আসবে যে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে গেলে এসব কর্মসূচিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা লাগতে পারে। খন্দকার গোলাম ফারুক বলেন, পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে সমাবেশের অনুমতি দেব। রাজনৈতিক সমাবেশ করা গণতান্ত্রিক অধিকার। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতও করা ঢাকা মহানগর পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আমি সব রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করব, কর্মদিবসে (ওয়ার্কিং ডেতে) সমাবেশ করা মানে রাজধানী অচল করে দেওয়া, লাখ লাখ মানুষকে রাস্তায় যানজটের মধ্যে আটকে রাখা। এসব বিষয় মাথায় রেখে তারা যেন কর্মপরিকল্পনায় পরিবর্তন (চেঞ্জ) এনে বন্ধের দিনে নিয়ে যান। প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সহযোগী সংগঠনের ব্যানারে ’তারুণ্যের সমাবেশ’ করে বিএনপি। সেখান থেকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, বিএনপির মহাসমাবেশ ঘোষণার পর বায়তুল মোকাররম এলাকায় ’শান্তি সমাবেশে’র ডাক দিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিন সংগঠন। বলা হয়, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে নেতাকর্মীরা বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ-পশ্চিম গেইটে জড়ো হবেন, ১টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, বিকাল ৩টা থেকে শুরু হবে সমাবেশ। এদিকে, যুগপৎ আন্দোলনের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিএনপির মিত্র দলগুলোও রাজপথে নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকছে। চরমোনাইয়ের পীরের দল ইসলামী আঃেদালন বাংলাদেশ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশ ডেকেছে।

পাকিস্তানি ফেসবুক বন্ধুকে বিয়ে ভারতীয় নারীর

পেশোয়ার ঃ পাকিস্তান গিয়ে ধর্ম বদলে ফেসবুক বন্ধুকে বিয়ে করলেন এক ভারতীয় নারী। বিয়ের জন্য পাকিস্তান তাকে ভিসা দিয়েছে। ভারতে আগেই বিয়ে হয়েছিল অঞ্জুর। তার দুই সন্তান আছে। কিন্তু ২০১৯ সালে ফেসবুকে পাকিস্তানের এক ছেলে নাসরুল্লাহের প্রেমে পড়ে যান তিনি। প্রেম ক্রমশ গাঢ় হয়।অঞ্জু ঠিক করেন, বর্তমান স্বামী এবং বাচ্চাদের ছেড়ে পাকিস্তানের বন্ধুকে বিয়ে করবেন তিনি। শেষপর্যন্ত ভিসার ব্যবস্থা করে পাকিস্তানে পৌঁছেছেন অঞ্জু। মঙ্গলবার ৩৪ বছরের অঞ্জুর সঙ্গে ২৯ বছরের নাসরুল্লাহের বিয়ে হয়েছে কড়া নিরাপত্তার বলয়ের মধ্যে। বিয়ের আগে নিজের ধর্ম পরিবর্তন করেছেন অঞ্জু। এখন তার নাম ফাতিমা। বিয়ের জন্য পাকিস্তান অঞ্জুকে এক মাসের ভিসা দিয়েছে। তবে দেশের যে কোনো জায়গায় তিনি যেতে পারবেন না। বিয়ের পর পাকিস্তানে যাতে তিনি নাগরিকত্ব পান, তার ব্যবস্থা করা হবে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার পেশোয়ারের স্থানীয় আদালতে তাদের আইনি বিয়ে হয়। পরে তাদের সামাজিক নিকাহর আয়োজন করা হয়। গোটা ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন স্থানীয় পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মুহম্মদ ওয়াহাব। পিটিআইকে তিনি জানিয়েছেন, বিয়ে ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুলিশের নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই তারা বিয়ে করতে গেছিলেন। এর আগে সোমবার অঞ্জু এবং নাসরুল্লাহ কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বেড়াতেও গেছিলেন। বস্তুত, ভিসা পাওয়ার পর দিল্লি হয়ে ওয়াঘা সীমান্ত পার করে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছেন অঞ্জু। সীমান্ত পার করার ভিডিও সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আপলোড করেছেন তিনি। অঞ্জু জানিয়েছেন, পাকিস্তানে তিনি ভালো আছেন। ভারতে তার পরিবার এবং শিশুদের যেন কোনোভাবেই গণমাধ্যম সমস্যায় না ফেলে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি পাকিস্তানে গেছেন বলে জানিয়েছেন অঞ্জু। রাজস্থানের আলোয়ারে অঞ্জুর বাড়ি। সেখানে তার স্বামী অরবিন্দ এবং বাচ্চারা থাকেন। অরবিন্দ গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার জয়পুর যাচ্ছেন বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন অঞ্জু। পরে তারা জানতে পারেন, তিনি পাকিস্তান চলে গেছেন। অরবিন্দ জানিয়েছএন, তিনি আশা করেন, অঞ্জু ফিরে আসবেন। এদিকে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পাকিস্তান হাই কমিশনের কাছ থেকে অঞ্জুর বিষয়ে যে কাগজ তারা পেয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এক মাসের ভিসা দেওয়া হয়েছে অঞ্জুকে। ২০ অগাস্টের মধ্যে তাকে দেশে ফিরে আসতে হবে। অঞ্জু এবং তার নাসরুল্লাহ এই ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানাতে পারবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল সীমা এবং শচিনের মধ্যে। পাকিস্তান থেকে সীমা ভারতে চলে এসেছিলেন শচিনকে বিয়ে করার জন্য। তারা এখন দিল্লির কাছে গ্রেটার নয়ডায় বসবাস করছেন।

হারমানপ্রীতের শাস্তি কম হয়েছে, মনে করেন আফ্রিদি

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে ভারতেই ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছেন হারমানপ্রীত কৌর। আম্পায়ারিং নিয়ে অসন্তুষ্টির জেরে ম্যাচের ভেতরে ও ম্যাচের পর পুরস্কার বিতরণীতে তিনি যেসব আচরণ করেছেন, সেসবের দায়ে আইসিসি শাস্তিও দিয়েছে। আচরণবিধির দুটি ধারা ভঙ্গের দায়ে হারমানপ্রীতকে ম্যাচ ফির ৭৫ শতাংশ জরিমানা ও পরবর্তী দুটি ম্যাচে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা যথাযথ হলেও আর্থিক জরিমানা কম হয়ে গেছে বলে মনে করেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। তাঁর মতে, হারমানপ্রীত যেসব আচরণ করেছেন, মেয়েদের ক্রিকেটে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় না। আর্থিক শাস্তি হিসেবে ম্যাচ ফির পুরোটা জরিমানা করা যথাযথ হতো। হারমানপ্রীতের যে আচরণ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা, সেটি গত শনিবার মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-ভারত তৃতীয় ওয়ানডের। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর ভারতীয় অধিনায়ক তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাট দিয়ে স্টাম্প ভেঙে ফেলেন। এরপর আম্পায়ারের উদ্দেশে ক্ষোভ ঝাড়েন। এমনকি মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দর্শকদের দিকে তাকিয়েও কিছু একটা বলেছেন। সেখানেই শেষ হয়নি। রে ম্যাচের পুরস্কার বিতরণীতেও তাঁর শরীরী ভাষায় ছিল তাচ্ছিল্যভাব।

আম্পায়ারিংকে ‘পীড়াদায়ক’ উল্লেখ করে ভবিষ্যতে খেলতে এলে বিষয়টি মাথায় রেখে আসবেন বলে মন্তব্য করেন হারমানপ্রীত। শেষ ম্যাচ টাই হওয়ায় তিন ম্যাচের সিরিজটি ১-১ সমতায় শেষ হয়। দুই দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়ার পর আনুষ্ঠানিক ফটো সেশনের সময় আরও ঔদ্ধত্য দেখান হারমানপ্রীত। বাংলাদেশ অধিনায়ক নিগার সুলতানাকে উদ্দেশ্য করে আম্পায়ারকে ডাকতে বলেন। তাঁর মতে, আম্পায়ারের কারণেই বাংলাদেশ ম্যাচ টাই করতে পেরেছে। ফটো সেশনে আম্পায়ারেরও থাকা উচিত। অস্বস্তিকর সেই পরিবেশে বাংলাদেশ দল ছবি না তুলে ড্রেসিংরুমে চলে যায়। ভারতীয় অধিনায়কের এমন দৃষ্টিকটু আচরণের সমালোচনা করেন দলটির সাবেক ক্রিকেটার আনজুম চোপড়া, ভারতের বিশ্বকাপজয়ী খেলোয়াড় মদন লাল। আম্পায়ারিং নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেলেন ভারত অধিনায়ক ভারত নারী দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর হারমানপ্রীতের এই আচরণের প্রসঙ্গ উঠে আসে পাকিস্তানের সামা টিভির ‘গেম সেট ম্যাচ’ অনুষ্ঠানে। সেখানে উপস্থিত সঞ্চালক পুরো ঘটনা তুলে ধরলে আফ্রিদি বলেন, এখানে শাস্তি হওয়া উচিত। পরে এরই মধ্যে ৭৫ শতাংশ ম্যাচ ফি শাস্তি ঘোষণা হয়েছে জানালে আফ্রিদি ‘কম হয়ে গেছে’ বলে মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক যোগ করেন, ‘আমি ঘটনাটা দেখিনি। তবে আপনার কাছে যা শুনলাম তাতে ১০০ ভাগ ম্যাচ ফি জরিমানা হয়, সঙ্গে ১-২টা ম্যাচ সাসপেন্ড।’

হারমানপ্রীতের মতো আচরণ মেয়েদের ক্রিকেটে নজিরবিহীন উল্লেখ করে আফ্রিদি এটিকে সীমাছাড়ানো বলেও অভিহিত করেন, ‘এ ধরনের ঘটনা আমরা অতীতেও দেখেছি। তবে মেয়েদের ক্রিকেটে এ ধরনের ঘটনা দেখা যায় না। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এটা আইসিসির আয়োজনে বড় টুর্নামেন্ট ছিল। এই শাস্তির মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য একটা উদাহরণ তৈরি করা হলো। ক্রিকেটে আগ্রাসী হওয়া যায়, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনই ভালো। তবে এখানে ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে গেছে।’

ক্যানসারকে হারিয়ে বিশ্বকাপে গোল করলেন ১৮ বছর বয়সী এই কলম্বিয়ান

প্যারিস ঃ ১৮ বছর বয়সে বিশ্বকাপ অভিষেকেই গোল। যেকোনো ফুটবলারের জন্য এ এক অনন্য স্বপ্নপূরণ। তবে কলম্বিয়ান ফুটবলার লিন্ডা কাইসেদোর এটা শুধুই স্বপ্নপূরণের কোনো গল্প নয়। এটা একজন হার না মানা মানুষের ফিরে আসার গল্পও। মাঠের বাইরে লড়াই করে ক্যানসারকে হারিয়ে এসে মাঠেও জিতলেন কাইসেদো।

মেয়েদের বিশ্বকাপে গতকাল দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে জিতেছে কলম্বিয়া। এই জয়ের পথে ম্যাচের ৩৯ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন কাইসেদো। সিডনিতে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন এই কলম্বিয়ান। পুরো ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল তাঁর কাছে। পুরস্কার হাতে বলেছেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি দলের সঙ্গে এভাবে লড়াই করতে পারব। সতীর্থরা আমাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। আর আমি মনে করি, নিজের সেরাটা দিয়ে আমি মাঠে তাদের সাহায্য করতে পারব। আমি এখনো অনেক তরুণ। এটা আমার প্রথম বিশ্বকাপ। আমি এটা উপভোগ করতে চাই।’

এদিন দলকে গোল এনে দেওয়ার পাশাপাশি নিজের গতি ও চোখধাঁধানো ড্রিবলিংয়ে সবার নজর কেড়েছেন কাইসেদো। নিজে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেক্স মরগান এবং স্পেনের অ্যালেক্সিস পুতেয়াসের ভক্ত হলেও সতীর্থরা তাঁকে তুলনা করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারের সঙ্গে। দুজনের খেলার ধরনেও আছে দারুণ কিছু মিল। কলম্বিয়ার সহকারী কোচ অ্যাঞ্জেলো মারসিগলিয়া কাইসেদো সম্পর্কে বলেছেন, ‘সে একজন অনন্যসাধারণ খেলোয়াড়। সে দারুণ পরিণত এবং মাঠে নেতৃত্ব দেওয়া খেলোয়াড়দের একজনও বটে। সে যেন ভিন গ্রহের কোনো খেলোয়াড়, একেবারেই স্বতন্ত্র।’

কলম্বিয়ার তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলার পথেও দারুণ অবদান আছে কাইসেদোর। এর আগে নারীদের কোপা আমেরিকায় দলকে ফাইনালেও তুলেছিলেন এই ফুটবলার। ট্রফি জিততে না পারলেও গোল্ডেন বল ঠিকই জিতে নিয়েছিলেন কাইসেদো। সেমিফাইনালে তাঁর গোলেই আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল কলম্বিয়া। সে সময় দলকে ফাইনালে তোলার পর কাইসেদো বলেছিলেন, ‘আমি স্তব্ধ, বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমার সময় ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু গোল করার সুযোগ পেয়ে কাজে লাগালাম। আমি এতটা আনন্দ আর কখনো পাইনি। এ রাত ভোলার মতো নয়। ফুটবলার হিসেবে এই মুহূর্তটা সব সময় থেকে যাবে।’ এখন বিশ্বকাপ গোলের পর কী বলবেন কাইসেদো! স্বপ্নের পরিধিটা নিশ্চয় এখন আরও বেড়ে গেছে। এত কিছুর পরও কাইসেদোর গল্পটা শুধুই অর্জনের নয়। ক্যারিয়ারের একপর্যায়ে থমকে যেতে বসেছিল সবকিছু।

২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জন্মানো এই ফুটবলার যাত্রাটা শুরু করেছিলেন পাঁচ বছর বয়স থেকে। তখন অনুশীলন করতেন ছেলেদের সঙ্গে। ছেলেদের সঙ্গে খেলার কারণে নিজেকে আরও ভালো গড়ে তুলতে পেরেছেন জানিয়ে কাইসেদো বলেছেন, ‘ছেলেদের সঙ্গে খেলা আমাকে এই প্রতিভা দিয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে তাদের সঙ্গে খেলা শারীরিক এবং মানসিকভাবে একেবারেই ভিন্ন। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’ ফুটবলের পথে সেই যাত্রা অব্যাহত রেখে মূল দলের হয়ে কাইসেদোর অভিষেক হয় ২০১৯ সালে। মাত্র ১৪ বছর বয়সে কাইসেদো কলম্বিয়ার ক্লাব আমেরিকা দ্য ক্যালির হয়ে খেলা শুরু করেন।

কিন্তু স্বপ্নের মতো সে জীবনে ঝড়টা আসে ২০২০ সালে। আক্রান্ত হন ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে। সে সময়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, তা জানিয়ে কাইসেদো বলেছেন, ‘আমি ভেবেছিলাম আর ফুটবলে ফিরতে পারব না।’ সে বছরের এপ্রিলের ১৫ তারিখ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সরানো হয় টিউমারটি। এরপর শুরু হয় কেমোথেরাপি। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা এবং নিজের হার না মানা মানসিকতা অস্ত্রোপচারের পাঁচ মাসের মধ্যে তাঁকে ফিরিয়ে আনে অনুশীলনে। ফিরে আসা নিয়ে কাইসেদোর মন্তব্য, ‘এ সমস্যা কাটিয়েও যে ফিরে আসা যায়, আমি তার দৃষ্টান্ত।’

পুরোপুরি সেরে উঠে ফের ফুটবল পায়ে জাদু দেখানো শুরু করেন কাইসেদো। ২০২১ সালে দ্বিতীয়বারের মতো জেতেন কলম্বিয়ান লিগ। এবার তাঁর দল ছিল দিপার্তিভো ক্যালি। এ ছাড়া প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েতে আয়োজিত কোপা লিবার্তাদোর্সে পেয়েছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। ২০২২ সাল ছিল তাঁর জন্য সবচেয়ে স্মরণীয়। বছরজুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের ফলস্বরূপ তাঁকে দলে টেনে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। এর মধ্যে রিয়ালের হয়ে ১০ ম্যাচ খেল করেছেন ২ গোল এবং আরও ৪ গোলে করেছেন সহায়তা। আর এবার বিশ্বকাপে পেলেন উড়ন্ত সূচনা। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই জীবনের উত্থান-পতনের সব চিত্র দেখা হয়ে গেছে কাইসেদোর। কিন্তু পথটা তো অনেক লম্বা। এখনো পাওয়ার আছে অনেক কিছু। যার শুরুটা হয়তো বিশ্বকাপ দিয়েই হলো। তাঁকে নিয়ে দলের ফরোয়ার্ড ল্যাডি আন্দ্রাদের কথা দিয়ে এই লেখা শেষ করা যাক, ‘লিন্ডা (কাইসেদো) একজন ফেনোমেনন। সে আমাদের ভবিষ্যৎ নয়, বরং বর্তমান।’

শাকিলের দিনে মাইলফলক স্পর্শ করলেন শফিক সালমানরাও

কলম্বো (ওয়েবডেস্ক) ঃ পাকিস্তানের জন্য এ যেন সব পাওয়ার দিন। টানা সপ্তম টেস্টে ফিফটি তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন সৌদ শাকিল। ক্যারিয়ারে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন আবদুল্লাহ শফিক। আর তিন অঙ্কের মাইলফলক ছুঁয়ে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন আগা সালমান। তিন ব্যাটসম্যানের মাইলফলক ছোঁয়া ইনিংসের সুবাদে কলম্বো টেস্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন পাকিস্তানের হাতে। তৃতীয় দিন শেষে শ্রীলঙ্কার চেয়ে ৩৯৭ রানে এগিয়ে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ইনিংসে ১৬৬ রানে অলআউট করে দেওয়া বাবর আজমের দল প্রথম ইনিংসে তুলেছে ৫ উইকেটে ৫৬৩ রান। ১৩২ রানে ব্যাট করছেন সালমান, সঙ্গে ৩৭ রান নিয়ে মোহাম্মদ রিজওয়ান। সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব গ্রাউন্ডের ম্যাচটিতে দ্বিতীয় দিনের প্রায় পুরোটাই চলে গিয়েছিল বৃষ্টির পেটে, খেলা হয়েছিল মাত্র ১০ ওভার। তবে তৃতীয় দিনে খেলা হয়েছে নির্বিঘ্নেই, সারা দিনে খেলা হয়েছে ৯৩.৩ ওভার। আগের দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যানের মধ্যে বাবর বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। ২২ রানের সঙ্গে আর ১৭ রান যোগ করে প্রবাত জয়াসুরিয়ার স্পিনে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন পাকিস্তান অধিনায়ক। এর মধ্যে ক্যারিয়ারে চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরি তুলে নেন শফিক।

চতুর্থ উইকেটে শফিকের সঙ্গে জুটি বাঁধেন শাকিল। গল টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করা এই বাঁহাতি এবারও খেলেছেন ছন্দেই। আসিতা ফার্নান্দোকে কাভার ড্রাইভে চার মেরে তুলে নেন ফিফটি। টেস্ট ক্যারিয়ারের ষষ্ঠ এই ফিফটিতে প্রথম সাত টেস্টেই অন্তত একটি ফিফটির বিশ্বরেকর্ড গড়েন শাকিল। এত দিন টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ছয় টেস্টে ন্যূনতম একটি করে ফিফটি ছিল চারজনের। আজ থেকে সর্বোচ্চসংখ্যক শুরুর ম্যাচে ফিফটির রেকর্ড শাকিলের একার।

রেকর্ড গড়া ইনিংসটি অবশ্য বেশি দূর টেনে নিতে পারেননি শাকিল। ১১০ বলে ৫৭ রান তুলে আসিতার বলে এলবিডব্লু হয়ে ফেরেন। পরের ব্যাটসম্যান সরফরাজ আহমেদের উইকেটের স্থায়ীত্বও ছিল স্বল্প। তবে সেটা দায়ে নয়, দুর্ভাগ্যে। আসিতার একটি বাউন্সারে মাথার পেছনে আঘাত পান সরফরাজ। তাৎক্ষণিকভাবে ফিজিওকে দেখিয়ে খেলাও চালিয়ে যান আরও পাঁচ ওভার। তবে একটা পর্যায়ে অস্বস্তিবোধ করায় নিজেই মাঠ ছেড়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে সরফরাজের কনকাশন বদলি হিসেবে মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম জানানো হয়।

গত ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সর্বশেষ টেস্ট খেলা রিজওয়ান শফিক আউট হওয়ার পর ব্যাটিংয়েও নামেন। শফিক অবশ্য আউট হওয়ার আগে ব্যক্তিগত কীর্তি গড়ে যান। আগের সর্বোচ্চ ১৬০ রান টপকে গিয়ে ইনিংস টেনে নেন ডাবল সেঞ্চুরিতে। ৩২২ বলে ২০০ রানের মাইলফলক ছোঁয়ার পথে ১৯টি চারের সঙ্গে ৪টি ছয় মারেন শফিক। তাঁর ইনিংসটি থামে রান বাড়ানোর তাড়ায় উইকেট ছেড়ে এসে উড়িয়ে মারতে গেলে, জয়াসুরিয়ার বলে ক্যাচ দেন মিডঅফে, ২০১ রান করে।

কলম্বো টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৭ রান করেন সৌদ শাকিল
দিনের বাকিটা সময় ব্যাটিং করেন আগা সালমান ও রিজওয়ান। ক্যারিয়ারের নবম টেস্ট খেলতে নামা সালমান তুলে নেন দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। তাঁর ব্যাটে আগের সর্বোচ্চ ছিল গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১০৩। রিজওয়ানের সঙ্গে সালমানের অবিচ্ছিন্ন ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে উঠেছে ৯৫ রান।

রিয়াল মাদ্রিদের ‘সাদা রঙে’ বার্সেলোনার অ্যাওয়ে জার্সি

প্যারিস ঃ লস অ্যাঞ্জেলেসে আজ বার্সেলোনা যখন প্রাক্‌মৌসুম প্রীতি ম্যাচে আর্সেনালের বিপক্ষে খেলতে নামবে, তখন একটু থমকে যেতে পারেন ফুটবলপ্রেমীরা। বার্সেলোনা কোথায়! আজ ৪৪ বছর পর নতুন এক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে বার্সেলোনা। সাদা জার্সি পরে মাঠে নামবে বার্সেলোনা। নতুন মৌসুমে বার্সেলোনা যে নতুন অ্যাওয়ে জার্সি নিয়েছে, সেটি সাদা রঙের। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের জার্সির রং সাদা। বার্সাও অ্যাওয়ে জার্সি নিতে যাচ্ছে সাদা কারণটা কী? ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বিশেষ কারণেই সাদা রঙের অ্যাওয়ে জার্সি নিয়ে এ মৌসুমে খেলবে তারা। সেটি তাদের ডাচ কিংবদন্তি ইয়োহান ক্রুইফের স্মরণে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সাদা জার্সি নিয়েছে তারা। বার্সেলোনা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘সত্তরের দশকে বার্সেলোনার অ্যাওয়ে জার্সিতে সাদা রঙেরই আধিক্য ছিল। লাল ও নীল স্ট্রিপ থাকত জার্সির হাতায়। এই জার্সির অনুপ্রেরণা ইয়োহান ক্রুইফ। ১৯২০ থেকে পাউলিনিও আলকানতারা, জোসেপ সামিতিয়ের, সিজার রদ্রিগেজ, লাজলো কুবালাদের মতো কিংবদন্তি ফুটবলাররাও সাদা জার্সি পরে বার্সেলোনার হয়ে খেলেছেন।’ ১৯৭৯ সালে ইউরোপিয়ান কাপ উইনার্স কাপের ম্যাচে ইংল্যান্ডের ইপসুইচ টাউনের বিপক্ষে বার্সেলোনা সর্বশেষ সাদা রঙের জার্সি পরে খেলেছিল। এই ৪৪ বছরে বার্সেলোনা নিজেদের গাঢ় নীল-লাল মূল জার্সির বাইরে বিভিন্ন রঙের অ্যাওয়ে জার্সি পরে খেলেছে। গত মৌসুমে বার্সেলোনার অ্যাওয়ে জার্সি ছিল ধূসর রঙের। বার্সেলোনা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তা এরই মধ্যে ক্লাবের জার্সি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নাইকিকে ২০২৩-২৪ মৌসুমের জন্য সাদা রঙের অ্যাওয়ে জার্সি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। সাদা রঙের অ্যাওয়ে জার্সি খুব শিগগিরই বাজারে আসতে যাচ্ছে। অ্যাওয়ে জার্সির রং নির্বাচনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালের ‘সাদা রং’ কেন বেছে নেওয়া হলো সে ব্যাপারে সভাপতি লাপোর্তা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘এই জার্সির রং পুরোপুরি সাদা নয়। এতে লাল-নীল রঙের ব্যবহারও আছে। আসলে এই রঙের জার্সি বেছে নেওয়া হচ্ছে ইয়োহান ক্রুইফের স্মৃতি স্মরণ করেই। ডাচ কিংবদন্তি বার্সেলোনায় এসে প্রথম দিকে সাদা রঙের জার্সি পরেই খেলেছিলেন। পুরো ব্যাপারটি চিন্তাভাবনা করেই করা হয়েছে। আমাদের আসলে মনে হয়, কোনো নির্দিষ্ট রং কোনো বিশেষ ক্লাবের সম্পত্তি হওয়া উচিত নয়।’ যুক্তরাষ্ট্র সফরে বার্সেলোনার প্রথম প্রীতি ম্যাচ ছিল জুভেন্টাসের বিপক্ষে সান্তাক্লারাতে। কিন্তু জুভেন্টাসের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই ম্যাচটি বাতিল করা হয়। আজ আর্সেনালের বিপক্ষে খেলার পর শনিবার ডালাসে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ‘ক্লাসিকো’ খেলতে নামবে তারা।

ভারতের মিয়ানমার নীতিই কি মণিপুরে 'ব্যাকফায়ার' করছে?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ দিনদশেক আগেই ব্যাঙ্ককে মুখোমুখি একটি বৈঠকে বসেছিলেন ভারত ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা, যেখানে দুদেশের সীমান্তে বেশ 'অস্বস্তিকর' একটি বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে খোলামেলা কথাবার্তা হয়েছিল।

'মেকং-গঙ্গা কোঅপারেশন মেকানিজম' নামে ভারত ও আসিয়ানভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশের যে জোট আছে, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের অবকাশেই আলাদা করে দেখা করেছিলেন ভারতের এস জয়শঙ্কর ও মিয়ানমারের থান সোয়ে।

মণিপুর সঙ্কটে মিয়ানমারের ভূমিকা নিয়ে ভারত যে রীতিমতো অসন্তুষ্ট, ওই বৈঠকেই তা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন মি. জয়শঙ্কর। পরে দিল্লিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের যে 'ডিব্রিফিং' করা হয়, তাতেও সে কথা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

মিয়ানমারের ভূখন্ড থেকে চালানো 'মানব পাচার' (হিউম্যান ট্র্যাফিকিং) ও মাদকের চোরাকারবার (ড্রাগ স্মাগলিং) যে মণিপুর পরিস্থিতিকে আরও অগ্নিগর্ভ করে তুলছে - ভারত সরকারের এখন এটাই মূল্যায়ন এবং এই কথাটাই সে দিন মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানানো হয়েছিল।

আসলে গত দু-আড়াই বছরে সীমান্ত পেরিয়ে মিয়ানমারের যে হাজার হাজার নাগরিক ভারতের মণিপুরে এসেছেন, ভারতের ওই রাজ্যটিতে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে এই কথাটা বেশ কিছুদিন ধরেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বলার চেষ্টা করে আসছে।

সরকারি সূত্রগুলোর বক্তব্য হল, মিয়ানমারের এই শরণার্থীরা মণিপুরে এসে পাহাড়ে জায়গাজমি জবরদখল করছেন, আফিম চাষ শুরু করে মাদকের কারবার চালাচ্ছেন এবং তাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘাত তৈরি হচ্ছে।

মণিপুরের কুকি উপজাতির লোকজন মিয়ানমারের চিন স্টেট থেকে আসা এই শরণার্থীদের নিজেদের ভাইবোনের মতোই দেখেন, কারণ তারা মনে করে কুকি ও চিনদের এথনিক বা জাতিগোষ্ঠীগত উৎস একই। তা ছাড়া এই কুকি ও চিনদের বেশির ভাগই খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী।

অন্য দিকে মণিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতেই জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অবশ্য এই কথাটা খাটে না - মিয়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদেরকে হিন্দু বা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মেইতেইরা বরং বরাবরই সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন।

এই মুহুর্তে কোণঠাসা মণিপুর সরকারও আকারে-ইঙ্গিতে বহুবারই বলেছে, মণিপুরের পাহাড়ে আফিমের ক্ষেত আর মাদকের কারবারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের জেরেই এখন ড্রাগ মাফিয়ারা 'পাল্টা প্রতিরোধ' তৈরি করতে চাইছে এবং সেটা রাজ্যে সংঘাতের বড় একটা কারণ।

মণিপুরের রাজ্যপাল অনুসূয়া উইকেই পর্যন্ত দিনকয়েক আগে ইম্ফল ইস্ট জেলায় একটি ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, সীমান্তের ওপার থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরাই রাজ্যের বর্তমান অস্থিরতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে।

পরে রাজভবন সূত্রে একটি বিবৃতি জারি করেও বলা হয়, রাজ্যপাল যা বলেছেন তা নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই বলেছেন। কিন্তু এই যে মণিপুরে ও দিল্লিতে ক্ষমতাসীন সরকার এই সঙ্কটের অন্যতম কারণ হিসেবে মিয়ানমার বা সে দেশ থেকে আসা নাগরিকদের দিকে আঙুল তুলছে - সেই দাবি কতটা যথার্থ তা নিয়ে কিন্তু নানা প্রশ্নের অবকাশ আছে।

গত ১৯ জুলাই 'ফরেন পলিসি' সাময়িকীতে দক্ষিণ এশিয়া বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান একটি নিবন্ধ লিখেছেন - যাতে তিনি বলতে চেয়েছেন ভারতের মিয়ানমার নীতিই আসলে পরোক্ষে মণিপুরে সহিংসতায় উসকানি দিচ্ছে। তিনি জানাচ্ছেন, ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক জুন্টা আবার নতুন করে ক্ষমতায় আসার পর মিয়ানমারের কাছে ভারতের অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির পরিমাণ বিপুলভাবে বেড়েছে। অস্ত্র বিক্রির চুক্তি নিয়ে কথা বলতে ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব গিরিধর আরামানে চলতি জুলাই মাসের গোড়ায় মিয়ানমার সফরেও গিয়েছিলেন।

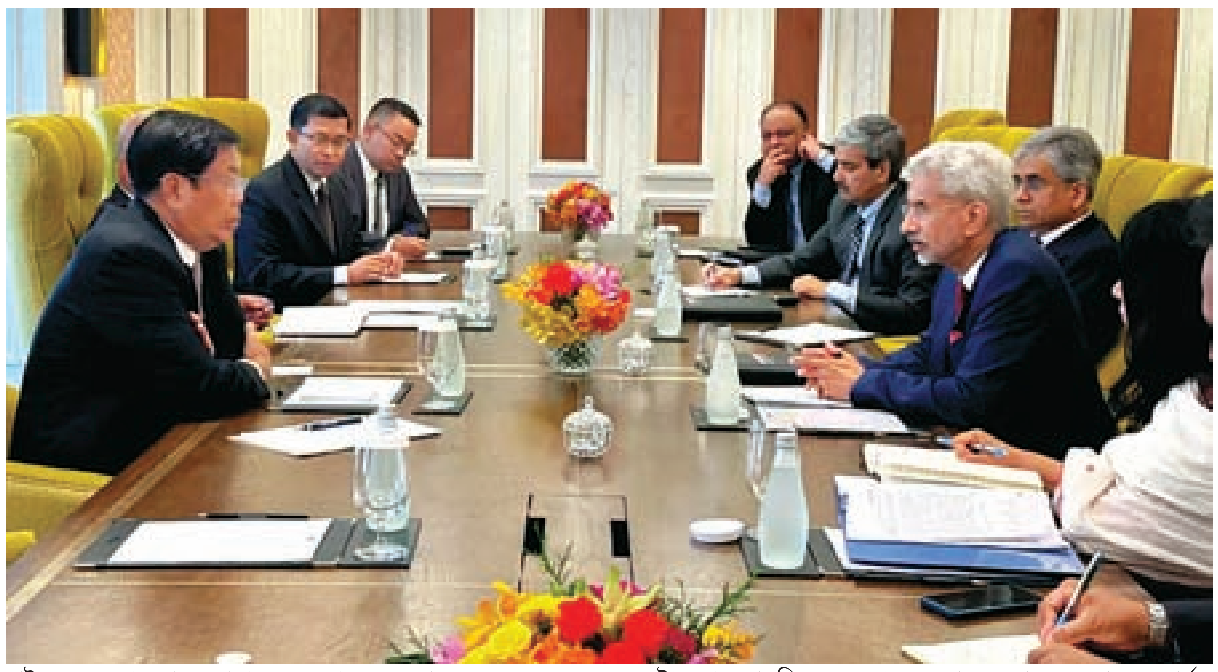

মাইকেল কুগেলম্যান জানাচ্ছেন, ভারতের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনেই জুন্টা মিয়ানমারের চিন স্টেটে ও সাগায়িং অঞ্চলে তীব্র দমনপীড়ন ও ক্র্যাকডাউন চালাচ্ছে - কারণ সেখানেই বিদ্রোহীদের প্রতিরোধটা সবচেয়ে তীব্র। জানুয়ারি মাসে তো তাদের ফেলা দুটো বোমা ভারতের ভেতরেও পড়েছিল।

এই সেনা অভিযানের ফলেই হাজার হাজার চিন ভারতে পালিয়ে আসছেন, সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার ও মাদকের চোরাকারবার বাড়ছে - এবং প্রকারান্তরে সেটাই মণিপুরে পরিস্থিতিকে এতটা উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছে বলে তিনি যুক্তি দিয়েছেন।

বস্তুত জাতিসংঘের পরিসংখ্যানেও বলা হয়েছে, ২০২১র সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে মিয়ানমারের কাছে ভারতের অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ অনেক বেড়েছে।

ভারত হয়তো এতে করে চীনের ওপর মিয়ানমারের নির্ভরতা কিছুটা কমাতে পেরেছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেটা এমন এক সহিংসতায় ইন্ধন জোগাচ্ছে যা ভারতের জন্যই বিরাট হুমকির কারণ, লিখেছেন মাইকেল কুগেলম্যান।

মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী প্রেসার গ্রুপ 'জাস্টিন ফর মিয়ানমার'ও গত মাসে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, দয়া করে আপনারা মিয়ানমারের জুনটার কাছে অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করুন।

উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশেষজ্ঞ, লেখক ও গবেষক সঞ্জীব বড়ুয়াও মনে করেন, আড়াই বছর আগে মিয়ানমারে ঘটে যাওয়া সেনা অভ্যুত্থানের একটা প্রভাব অবশ্যই মণিপুরে পড়ছে।

নিউ ইয়র্কের বার্ড কলেজে রাজনীতির এই সাবেক অধ্যাপক বলছিলেন, মণিপুরের এই সঙ্কট পুরোপুরি আমাদেরই সৃষ্টি।

আমি বিশ্বাস করি না চীন বা মিয়ানমার বাইরে থেকে কলকাঠি নেড়ে এই সঙ্কট তৈরি করেছে - তবে হ্যাঁ, মিয়ানমারে জুন্টার ক্ষমতা দখলের একটা অভিঘাত এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বলছেন সঞ্জীব বড়ুয়া।

তিনি জানাচ্ছেন, মিয়ানমারে সেনার হাতে নির্যাতিত যে হাজার হাজার নাগরিক ভারতে পালিয়ে আসছেন তারা মিজোরামে ভ্রাতৃপ্রতিম মিজোদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পেলেও মণিপুরে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেইরা তাদের বিদ্বেষের দৃষ্টিতেই দেখেন।

এখন ভারত সরকার এদের কোনও মানবিক সাহায্যও করছে না, আবার জাতিসংঘের কোনও সংস্থাকেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কাজও করতে দিচ্ছে না। ফলে আমি মনে করি দিল্লির উপযুক্ত নীতির অভাবেই এরা আজ পর্যন্ত শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি, যেটা হলে মণিপুরের উত্তেজনা হয়তো অনেকটাই প্রশমিত হতে পারত, বলছিলেন সঞ্জীব বড়ুয়া।

মিয়ানমারের অবস্থান কী?

ভারতের মণিপুরে গত প্রায় তিন মাস ধরে যে জাতি-সংঘাত, হত্যাযজ্ঞ আর সহিংসতা চলছে তা নিয়ে প্রতিবেশী মিয়ানমারের জুনটা বা সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

অথচ মিয়ানমার আর মণিপুরের মধ্যে প্রায় ৩৯৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।

এই সীমান্ত অনেকটাই শিথিল, সেখানে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই - দু'পারের স্থানীয় মানুষের মধ্যে যাতায়াতও বেশ অবাধ।

এমন কী গত সপ্তাহে ব্যাঙ্ককে দু'দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকের পরে ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করা হলেও মিয়ানমার কিন্তু নীরবই থেকেছে।

তবে ভারতের মাটিতে মিয়ানমারের শরণার্থীরা যে 'প্রবাসী মিয়ানমার সরকার' (গভর্নমেন্ট ইন এক্সাইল) গড়ে তুলেছেন, তারা ভারতে থাকা তাদের নাগরিকদের মণিপুর সঙ্কট থেকে দূরে থাকারই পরামর্শ দিচ্ছেন।

গত মাসে (২১শে জুন) মিয়ানমারের 'প্রবাসী সরকারের' প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ভারতের 'দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকাকে জানিয়েছিল যে তারা মণিপুরের পরিস্থিতিকে পুরোপুরি 'ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলেই মনে করে।

প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের মুখপাত্র উ কোয়াও সে দিন বলেছিলেন, মিয়ানমার কোনওভাবেই মণিপুর সঙ্কটে জড়াতে চায় না।

'বার্মিজ রেজিস্ট্যান্স ফোর্স' বা ভারতে আসা মিয়ানমারের শরণার্থীরা যাতে কোনওভাবে মণিপুরের সঙ্কটে যুক্ত না হন, তাদের সরকার সেই পরামর্শই দেবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

মিয়ানমার লাগোয়া ভারতের আর একটি রাজ্য মিজোরামে মাসচারেকের মধ্যেই ভোট হওয়ার কথা - সেই নির্বাচনেও মিয়ানমারের নাগরিকরা যাতে কোনওভাবে না-জড়ান, তাদেরকে পই পই করে সে কথাও মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তবে বাস্তবতা হল - মণিপুর সরকার কিন্তু স্পষ্টতই এখনও মনে করছে তাদের রাজ্যে হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে মিয়ানমার থেকে আসা সে দেশের নাগরিকদের একটা বড় ভূমিকা আছে।

সোমবার তারা একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, তার আগের আটচল্লিশ ঘন্টায় (অর্থাৎ ২২ ও ২৩ জুলাই) মিয়ানমার থেকে মোট ৭১৮জন নাগরিক মণিপুরে ঢুকেছেন।

'বৈধ কাগজপত্র ছাড়া' কীভাবে এতজন বিদেশিকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হল, সে ব্যাপারে সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত আসাম রাইফেলসের কৈফিয়তও তলব করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মণিপুর সরকার।

একটি রাজ্য সরকার নিজেদের অধীনে থাকা বাহিনীকেই অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী করছে, এই নজিরবিহীন ঘটনাই বোধহয় দেখিয়ে দেয় মণিপুর তাদের সঙ্কটের দায় মিয়ানমারের ওপর চাপানোর জন্য কতটা মরিয়া!

টুকরো খবর

মাঝিবিহীন পুরাতন মালদার মহানন্দা নদীতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল পুলিশ। এই ঘটনায় নবাবগঞ্জ এলাকার নদীঘাট থেকে দুটি নৌকা এবং একজন মাঝি আটক

মালদা ঃ বর্ষার মরশুমে বাড়তে শুরু করেছে বিভিন্ন নদীর জল। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনরকম নদীপথে নৌযানের দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই দিকে নজরদারি শুরু করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে মাঝিবিহীন পুরাতন মালদার মহানন্দা নদীতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা বন্ধ করে দিল পুলিশ। এই ঘটনায় নবাবগঞ্জ এলাকার নদীঘাট থেকে দুটি নৌকা এবং একজন মাঝিকে আটক করেছে পুলিশ। এদিনের এই অভিযানের সামিল হন পুরাতন মালদা থানার আইসি হীরক বিশ্বাস। পুলিশ জানিয়েছে, নদীর এপার থেকে ওপার দড়ি বেঁধে অবৈধভাবে নৌকায় যাত্রীদের নিয়ে চলাচল করা হচ্ছে । যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। বর্ষার মরশুমে এখন নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে যদি জলপথে দুর্ঘটনা ঘটে, তখন কি হবে। এদিন অভিযানের সময় বেশ কয়েকটি নৌকাতে লাইফ সাপোর্ট জ্যাকেট রাখারও ব্যবস্থা ছিল না। ফলে এদিন নজরদারি চালাতে গিয়েই পুলিশ নবাবগঞ্জ ঘাটের থেকে দুটি নৌকায় এবং একজন মাঝিকে আটক করে। যদিও সংশ্লিষ্ট এলাকার নৌযাত্রীদের বক্তব্য, পুলিশ যেভাবে অভিযান চালাচ্ছে তা সঠিক । কিন্তু নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে এরকমভাবে আরও বেশি নজরদারি চালানো উচিত। কারণ, অনেক সময় নৌযানগুলিতে লাইফ সাপোর্ট জ্যাকেট থাকে না। এছাড়াও এখন নদীর দুই পাড়ে দড়ি বেঁধে নৌকায় যাত্রী নিয়ে পারাপার করা হয় । সেই দড়ি টেনে নৌকা এপার থেকে ওপার হয় । জলের স্রোতে অনেক সময় নৌকাও টালমাটাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে যাত্রীদের জীবনে ঝুঁকি থাকে ঠিকই। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার কারণেই অনেক মানুষকেই নদীপথে এভাবেই যাতায়াত করতে হয়। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এখন বর্ষার মরশুম। সরকারি নির্দেশ না মানলে কোনরকম ভাবেই নৌযান ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। প্রতিটি নৌযান গুলিতে লাইফ সাপোর্ট জ্যাকেট রাখতে হবে। অতিরিক্ত যাত্রী নেওয়া যাবে না এবং এভাবে নদীর এপার থেকে ওপার দড়ি টেনেও নৌকা চলাচল করা যাবে না। এদিন নজরদারি চালাতে গিয়ে এসব সমস্যার বিষয়গুলি পুলিশের চোখে পড়ে। তারপরেই দুটি নৌকা এবং মাঝিকে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি নদীপথে চলার ক্ষেত্রেও সচেতনতা মূলক প্রচার চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে আবারো বিএনপির 'মহাসমাবেশ' কী বার্তা দিচ্ছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে আগামী ২৭শে জুলাই ঢাকায় আবারো 'মহাসমাবেশের' ডাক দিয়েছে। বিএনপির সমাবেশের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠনও একইদিন একত্রে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। সমাবেশের সময় যাতে কোন ধরণের 'সংঘাত বা সহিংসতা' না হয়, সেজন্য উভয় দল পরষ্পরকে সতর্ক করে নানা বক্তব্য ও বিবৃতি দিচ্ছে।

গত ১২ই জুলাইয়ের মহাসমাবেশে 'এক দফা আন্দোলনের' ডাক দিয়েছিল বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন কম সময়ের ব্যবধানে ঢাকায় আরেকটি 'মহাসমাবেশের' আয়োজন করার মাধ্যমে তারা নিজেদের সামর্থ্য যাচাই করে দেখছেন। আমরা দেখছি যে, একটির পর আরেকটি কর্মসূচী দিলে প্রতিটিতেই আগের তুলনায় বেশি মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ে। বলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইন আলাল। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ২৭শে জুলাই 'মহাসমাবেশের' মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 'নিরপেক্ষ ভূমিকা' রাখার আহবান জানানো হবে। বিএনপি বলছে , এই সমাবেশই শেষ নয় বরং এর পর থেকে বিএনপি টানা কর্মসূচীর মধ্যেই থাকবে। এক্ষেত্রে দলটি রাজধানী ঢাকার উপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তারা চাইছে যাতে, ঢাকা ও এর আশপাশের জেলা থেকে বেশি করে নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এই আন্দোলনের 'পাওয়ার হাউজ' বা 'শক্তির কেন্দ্র' হবে রাজধানী ঢাকা - বলছেন দলটির নেতারা। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে - ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপি দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন করলেও ঢাকায় তাদের তেমন কোন উপস্থিতি ধরে রাখতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন হলেও সেটি শেষ পর্যন্ত সফলতা পায়নি বলে তাদের ধারণা। রাজধানীতে জোর দেয়ার কারণে হিসেবে মোয়াজ্জেম হোসাইন আলাল বলেন, মহানগর কেন্দ্রিক যদি একটা অবস্থা তৈরি করা না যায়, বড় ধরণের চাপ তৈরি করা না যায়, তাহলে পরিবর্তন আসে না। এ কারণেই রাজধানীর দিকে মনোযোগ থাকবে এবং এ কারণেই মহানগরের উপর গুরুত্ব বেশি। সেভাবেই বিএনপি প্রস্তুতি নিচ্ছে যে, ঢাকা ও ঢাকা আশেপাশের জায়গাগুলো থেকে যাতে তাদের নেতাকর্মীরা বেশি করে আসে এবং মূলত মহানগরের উপরে জোর দেয়া হচ্ছে বেশি যাতে এখানকার প্রস্তুতিতে আটঘাট বেধে নামা হয়, বলেন মি. আলাল। একের পর এক কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ যাতে বাড়ে সেটার জন্য প্রচেষ্টা চালানোর অংশ হিসেবে এই কর্মসূচীগুলো দেয়া হচ্ছে।

গত ২৪শে জুলাই আওয়ামী লীগের তিনটি অঙ্গ সংগঠন যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরে তা পিছিয়ে ২৭ শে জুলাই নির্ধারণ করা হয়। এমন ঘোষণার পর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার নয়াপল্টনে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সরকার 'উস্কানিমূলক কথা বলার পাশাপাশি উস্কানিমূলক কাজও' করছে। এ কারণেই বিএনপির সমাবেশ ২৭ তারিখে ঘোষণা করার পর যুবলীগের সমাবেশ ২৪ তারিখের পরিবর্তে ২৭ তারিখে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, যদি কোন রকম কোন ইনসিডেন্স হয় তাহলে তার দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে, তিনি বলেন। এদিকে বিএনপির সমাবেশ নিয়ে পাল্টা অভিযোগ তুলছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সাধারন সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার দলটির এক অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন, বিএনপি সংঘাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
জাতীয় খবর
বাংলা দৈনিক
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27.07.2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বর্ষায় আকাশে মেঘের দেখা নেই, গরমে পুড়ছে ফসলের মাঠ ‐ বৃষ্টি হবে কবে?

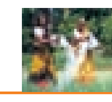

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ রাজবাড়ী জেলার কৃষক হারুন-উর রশীদ আমন ধানের জন্য বীজতলা করেছিলেন। ক্ষেতে বোনার জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে সেসব চারা। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় তিনি বীজ বুনতে পারছেন না। 'প্রতি বছর এই সময় বৃষ্টি হয় বলে এখন সেচের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আমরা ধরে নিছি, বৃষ্টি হবে, চারা লাগালে আর পানির সমস্যা হবে না। কিন্তু পানি না পেয়ে ক্ষেতের মাটি শুকনা হয়ে গেছে। চারাগুলোও বড় হয়ে যাচ্ছে। আর কদিন গেলে সেগুলো আর লাগাতেও পারবো না,' তিনি বলছিলেন। বাড়ির পাশে একটি উঁচু জমিতে মেহগনির বাগান করবেন বলে একটি নার্সারিতে চারার জন্য বায়না বা অগ্রিম টাকাও জমা করে এসেছিলেন। কিন্তু বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেগুলোও লাগাতে পারছেন না। মি. হোসেনের মতো সমস্যায় পড়েছেন বাংলাদেশের অনেক কৃষক। পুরো বর্ষা মৌসুমে হাতে গোনা কয়েকদিন মাত্র বৃষ্টি হওয়ার পর আর মেঘের দেখা নেই। বৃষ্টির অভাবে একদিকে আমনের মৌসুমে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন কৃষকরা, অন্যদিকে ক্ষেতে থাকা সবজির ফসলও কমে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ৪০ বছরের মুদ্রাস্ফীতি এত দ্রুত কমালো

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি যত দ্রুত বেড়েছিল, ঠিক সেভাবেই কমেছে। টানা চার দশকের মধ্যে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর, গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালে সেটি নয় দশমিক এক শতাংশ থেকে নেমে তিন শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গ্রুপ অব সেভেন বা জি৭ ভূক্ত ধনী দেশগুলোর মধ্যে সবার আগে জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

আগে জি৭ ভূক্ত দেশের মধ্যে জীবনযাত্রার ব্যয় সর্বোচ্চ ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। বাকি ধনী দেশসমূহের মধ্যে রয়েছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা এবং জাপান।

ওয়েন্ডি এডেলবার্গ যিনি হ্যামিলটন প্রজেক্টের পরিচালক এবং ব্রুকিংস ইন্সটিটিউট নামে একটি থিংক ট্যাংক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ফেলো, তিনি বলেন, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের সফলতাকে ত্বরান্বিত করেছে জ্বালানির দাম।

ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ইউরোপিয় দেশগুলোর তুলনায় আমেরিকার উপর কিছুটা ভিন্নভাবে পড়েছিল। রাশিয়ার সরাসরি সরবরাহের উপর নির্ভরশীল থাকার কারণে ইউরোপিয় দেশগুলোর উপর এই প্রভাব গুরুতর ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে যে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশটি মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেশ ভাল ভাবেই সামাল দিতে পেরেছে।

কিন্তু বাস্তবে কাজটি যত সহজ মনে হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক জটিল ছিল বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা।

বিবিসি মুন্ডোকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এডেলবার্গ বলেন যে, জ্বালানি ও খাদ্য মূল্য ছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির মূল বা অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে যেসব জটিলতা দেখা যাচ্ছিল, তা নিয়ে কিছু দিন আগ পর্যন্ত আমরা খুব হতাশ এবং উদ্বিগ্ন ছিলাম।

এখন এটা যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, বলেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রে পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সেসব পণ্যের দামও তরতরিয়ে বাড়ছিল। মনে হচ্ছিলো, 'যেন প্রতি সপ্তাহেই একটা করে বড় দিনের উৎসব হচ্ছে' বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্প্রতি, সে চাহিদা কিছুটা কমেছে, যাকে মনে করা হচ্ছে যে, চাহিদার তীব্রগতির ট্রেনটি এখন নিম্নমুখী বাঁক নিচ্ছে।

এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সমতুল্য প্রতিষ্ঠান মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ বা ফেডের আর্থিক নীতির বড় সম্পর্ক রয়েছে। সংস্থাটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদের হার ক্রমাগত ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে।

পিটারসন ইন্সটিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক্স অ্যান্ড ব্লুমবার্গ ইকোনোমিক্সের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ডেভিড উইলকক্স বলেছেন, ফেড মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অস্বাভাবিক মাত্রায় আগ্রাসীভাবে সুদের হার বাড়িয়েছে।

এর ফলে বাড়ি বা গাড়ি কেনার ঋণ গ্রহণ বা নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগের মতো বিষয়গুলো বেশ ব্যয় বহুল হয়ে গেছে। এটি মুদ্রাস্ফীতির সর্পিল রেখার ক্রমাগত বৃদ্ধি ঠেকাতে ব্যয়ের উপর এক ধরনের 'ব্রেক' হিসাবে কাজ করেছে।

মুদ্রাস্ফীতির এই ঘোড়া যদি খুব দ্রুতগামী হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার গতি টেনে ধরার জন্য এরকমই লাগামের ব্যবস্থা করে। এ নীতি একই সময়ে ল্যাটিন আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে।

বিবিসি মুন্ডোকে উইলকক্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয় হ্রাসের পেছনে আরেকটি বিষয় প্রভাব ফেলেছে ‐ তা হচ্ছে কোভিড মহামারির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ের পরে বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য পণ্যের সরবরাহকে স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

এ কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাপ্লাই চেইনে কিছু পণ্যের সংকট ও আকাশচুম্বী পরিবহন খরচের কারণে যে 'কন্টেইনার সংকট' তৈরি হয়েছিল, সে সমস্যার সমাধান হওয়া শুরু হয়।

এভাবে, পণ্যের একটি পর্যাপ্ত সরবরাহ মূল্যস্ফীতির চাপ কমায় এবং স্বাস্থ্য সংকট থেকে উদ্ভূত বাণিজ্যিক বিশৃঙ্খলা দূর করতে সহায়তা করে।

সবকিছু যখন ঠিক হয়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হয় এবং এটি মুদ্রাস্ফীতির আগুনে ঘি ঢালে।

রাশিয়ার জ্বালানির উপর কম নির্ভরতা থাকার কারণে এটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সহায়ক হয় এবং যদিও যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী হয়েছিল, তারপরও সরকারের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ এবং ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির গতিতে ব্রেক কষার কারণে তা দ্রুতই কমে আসে।

তবে পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি শান্ত হয়নি।

আমি মনে করি না যে আমরা পুরোপুরি মুদ্রাস্ফীতি এবং অর্থনীতির সাধারণ অবস্থায় ফিরে এসেছি, বলেন অর্থনীতিবিদ উইলকক্স।

অর্থনীতিবিদরা ভবিষ্যতবানী করেছিলেন যে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার ব্যাপকভাবে বাড়ানো হলে তা অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সাধারণত, সুদের উচ্চ হার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে এবং বেকারত্ব বাড়ায়।

তবে আশ্চর্যজনকভাবে, সেটি এখনও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ঘটেনি।

কর্মসংস্থান শক্তিশালী রয়েছে এবং আপাতত নিকট ভবিষ্যতে মন্দার কোন আশঙ্কা নেই।

অর্থনীতিবিদদের জন্য এ পরিস্থিতি একটি অমীমাংসিত রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে অর্থনীতিবিদ উইলকক্স বলছেন, গল্প এখনো শেষ হয়নি, বরং এটা টিভি সিরিজের মতো ব্যাপার ‐ যার মাত্র প্রথম সিজনটা আমরা দেখেছি।

আমরা জানি না যে, শেষ দৃশ্য লেখক কিভাবে পরিকল্পনা করছেন।

এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রম বাজারের এমন ভালো অবস্থাও খুবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

এডেলবার্গের মতে, শ্রমিকের চাহিদা কম হওয়ার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করেছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলবে এমন মন্দার মুখে হঠাৎ করে পড়ার বদলে, বরং মার্কিন অর্থনীতির গতি ধীরে ধীরে নিজের দিকে নামবে।

আমি মনে করি, যদি তাই হয়, তাহলে হালকা মন্দা পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে, বলছেন এই অর্থনীতিবিদ।

আর তার ফলে হয়ত দেশটি একটি গভীর অর্থনৈতিক সংকোচন বা উচ্চ মাত্রায় বেকারত্ব এড়াতে পারবে।

হুন সেনের আকস্মিক পদত্যাগের ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রী হবেন তার ছেলে

ক্যাম্বোডিয়া (এজেন্সী) ঃ ক্যাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন ঘোষণা করেছেন যে তিনি আগস্ট মাসের প্রথম দিকে পদত্যাগ করবেন এবং তার ছেলে হুন মানেতের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করবেন। সত্তর বছর বয়স্ক হুনসেন এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দিন ধরে ক্ষমতাসীন নেতাদের অন্যতম। দেশটিতে একটি প্রতিযোগিতাবিহীন নির্বাচনে হুন সেনের পার্টি সবগুলো আসনে বিজয়ী হবার তিন দিন পর এ ঘোষণা এলো। এরকম একটি ঘোষণা যে আসতে পারে তা আগে থেকেই আন্দাজ করা হচ্ছিল।

ক্যাম্বোডিয়ায় প্রায় চার দশক ধরে ক্ষমতাসীন হুন সেনের শাসন ক্রমশঃই আরো একনায়কতান্ত্রিক হয়ে উঠছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা তিনি প্রথম বলেছিলেন ২০২১ সালে ‐ তবে তা ঠিক কখন হবে তা এতদিন ধরে কেউ জানতেন না।

হুন সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুন মানেত ‐ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত রাজকীয় ক্যাম্বোডিয়ান সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার ছিলেন, এবং তাকে অনেক দিন ধরেই ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

হুন সেন তার ঘোষণায় বলেছেন, আগামী ১০ই আগস্ট তার পুত্রকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হবে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক বিশেষ সম্প্রচারে তিনি বলেন, আমি ঘোষণা করছি যে আমি আর প্রধানমন্ত্রীর পদে থাকবো না, এবং জনগণকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে বলছি।

তিনি বলেন, তিনি পদত্যাগ করছেন ‐ কারণ এ পদে রয়ে গেলে তা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করবে।

তবে হুন সেন ক্ষমতাসীন ক্যাম্বোডিয়ান পিপলস পার্টির নেতার পদে রয়ে যাবেন, যার ফলে ‐ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ‐ তার হাতেই চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে যাবে।

তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে দেশ কীভাবে চালানো হচ্ছে তার ওপর তার প্রভাব বিস্তার অব্যাহত থাকবে।

এ বছর ২৩শে জুলাইয়ের নির্বাচনের প্রচারাভিযানে ৪৫ বছর বয়স্ক হুন মানেত নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন। রাজনৈতিক সভাগুলোতে প্রায়ই তাকে তার পিতার পাশে দেখা যেতো।

এমন জল্পনা আছে যে হুন মানেতের শাসনকাল হয়তো অপেক্ষাকৃত কম দমনমূলক হবে এবং মানবাধিকারের জন্য পশ্চিমা আহ্বানের প্রতি তিনি অধিকতর কর্ণপাত করবেন।

তবে বিশ্লেষকরা বলেন, তিনি যে অপেক্ষাকৃত উদার হবেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

হুন মানেত মার্কিন সামরিক একাডেমি ওয়েস্ট পয়েন্টে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন।

দক্ষিণ পূ্র্ব এশিয়ার এক কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার এই দেশটিতে ১৯৮৫ সাল থেকে হুন সেন ক্ষমতায় আছেন।

রোববারের নির্বাচনের ফল কী হবে তা জানাই ছিল ‐ কারণ দেশটির একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বিরোধী দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

ব্যালট পেপারে আরো ১৭টি দল ছিল ‐ যেগুলো খুবই ক্ষুদ্র, নতুন বা সিপিপির মিত্র রাজনৈতিক দল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ উভয়েই এ ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু কোনটাই হয়নি বলে নিন্দাসূচক বিবৃতি দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হুন সেন নানা উপায়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করেছেন।

দুই হাজার সতের সালে তিনি আদালতকে ব্যবহার করে সিএনআরপি নামে আরেকটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করেন এবং দলটির নেতাদের কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত করেন।

তিনি দেশের ভেতরে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম, অধিকার গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন এবং এনজিওর ওপর দমননীতি চালিয়ে ভিন্নমত ও বাকস্বাধীনতা হরণ করেছেন।

চীনা রাজনীতির উদীয়মান তারকা চিন গ্যাংয়ের হঠাৎ পতনের পেছনে কী কারণ?

বেইজিং (এজেন্সী) ঃ চীনের রাজনীতিতে যাদের ভবিষ্যৎ নেতা বা উদীয়মান তারকা হিসাবে দেখা হচ্ছিল, যাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন স্বয়ং শী জিনপিং, সেই মন্ত্রী চিন গ্যাংকে হঠাৎ করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। চিন গ্যাংয়ের অপসারণ নিয়ে পশ্চিমা গণমাধ্যমে শোরগোল তৈরি হলেও, চীনে গতানুগতিক নীরবতার মধ্য দিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে খুব কম তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে। দেড় বছর আগে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর বিশ্বে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠা চিন গ্যাংয়ের অপসারণের খবরটি সন্ধ্যার টেলিভিশন খবরে প্রকাশ করা হয়, সে দেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা শিনহুয়ার পাঠানো ছোট একটি খবর পাঠ করার মাধ্যমে। প্রায় মাস খানেক আগে থেকে তাকে সরকারি কোন দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়নি। অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে তার স্বাস্থ্যগত জটিলতার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পার হওয়ার পরেও যখন তাকে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছিল না, তখন ব্যাপক জল্পনা কল্পনার তৈরি হয়েছিল যে, রাজনৈতিক কোন কারণে হয়তো তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সামাজিক মাধ্যমে একটি গুজব ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে যে, একজন টেলিভিশন উপস্থাপিকার সাথে তার প্রেমের জের ধরে এই ঘটনা ঘটেছে। সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় ওই উপস্থাপিকাও হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। চীনের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন, এমন কয়েকজন বিশ্লেষক মনে করেন, একই সময়ে এই দুটি ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, কমিউনিস্ট পার্টিতে তার বিরোধী পক্ষ নৈতিকতার কারণ দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এ ধরনের সম্পর্ক থাকাটা চীনে বেআইনি নয়, কিন্তু একে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসাবে দেখা হতে পারে। আবার স্বাস্থ্যগত জটিলতার যে কথা বলা হয়েছে, সেটাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আসলে কমিউনিস্ট পার্টি শাসিত চীনের শাসন ব্যবস্থার অস্বচ্ছতার কারণে এসব সম্ভাবনার কথা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে না, আবার একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। চিন গ্যাংয়ের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় সবাই অবাক হয়েছে এই কারণে যে, তার পেছনে চীনের সব ক্ষমতাবান ব্যক্তির সমর্থন আছে বলে মনে করা হতো। যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করার সময় তাকে ফিরিয়ে এনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেদেশের সর্বোচ্চ নেতা শি জিনপিং। এরপর থেকে বিশ্লেষকরা তার দিকে নজর রাখছিলেন যে, নতুন দায়িত্বে তিনি কতটা কঠোর বা 'নেকড়ে যোদ্ধা' হয়ে উঠতে পারেন। চীনের কূটনীতিকদের একটি দলকে পশ্চিমারা 'নেকড়ে যোদ্ধা' বলে বর্ণনা করে থাকে, যারা চীনের সমর্থনে সামাজিক মাধ্যমে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। চীনের দিক থেকে মনোযোগ সরাতে যদি কাউকে গালি দেয়ারও দরকার হয়, তাতেও তারা পিছপা হন না। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হিসাবে যখন তিনি কাজ করতেন, সেই সময় থেকে চীনের সমর্থনে কঠোর অবস্থান নেয়ার জন্য পরিচিত ছিলেন।

ইউক্রেনের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশে মাইনের সন্ধান মিলেছে, বলছে আইএইএ

জাপোরিঝিয়া (এজেন্সী) ঃ সোমবার একটি সেনা পর্যবেক্ষক গোষ্ঠী জানিয়েছে, ভাগনার গ্রুপের স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহের পর থেকে এ পর্যন্ত ৩,৪৫০ থেকে ৩,৬৫০ জন ভাড়াটে সৈন্য বেলারুশে পৌঁছেছে। যোদ্ধারা ইউক্রেন সীমান্ত থেকে ২৩০ কিলোমিটার উত্তরে আসিপোভিচির কাছাকাছি অবস্থান করছে। ক্রেমলিন ও ভাগনার প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিনের মধ্যে বেলারুশের প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় বিদ্রোহের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তির অংশ হিসেবে ভাগনারের ভাড়াটে সৈন্যরা বেলারুশের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা খাত বলছে, তারা ২০২২ সালের পুরো বছরের চেয়ে এখন প্রতি মাসে বেশি অস্ত্র উৎপাদন করছে।

ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি (আইএএ) জানিয়েছে, ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিধিতে তাদের কর্মীরা দিকনির্দেশনামূলক অ্যান্টি-পার্সোনাল মাইন দেখতে পেয়েছেন।

আইএইএ এক বিবৃতিতে বলেছে, রবিবার খনিগুলো সাইটের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পরিধির মধ্যে একটি বাফার জোনে দেখা গেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ সাইটের পরিধির মধ্যে কোনও মাইন দেখা যায়নি।

রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায় থেকে সাইটটি নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। আইএইএ বারবার পরমাণু বিপর্যয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলছে।

আইএইএ প্রধান রাফায়েল গ্রোসি বলেন, মাইন স্থাপন একটি সামরিক সিদ্ধান্ত এবং তা সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত এলাকায় করা হয়েছে।

আইএইএ বিশেষজ্ঞরা জুন মাসে কাখোভকা বাঁধ ধ্বংসের পরে প্ল্যান্টের রিয়্যাক্টরগুলিকে শীতল করার জন্য জলের প্রাপ্যতা পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছেন। আইএইএ জানিয়েছে, কয়েক মাস ধরে ওই স্থানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে।